ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-244 ■ 14 June, 2025 ■ আগরতলা ১৪ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার বিধ্বস্তস্থল পরিদর্শন প্রধানমন্ত্রীর

আহমেদাবাদ, ১৩ জুন ।। এয়ার ইন্ডিয়ার অভিশপ্ত বিমানের ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও একটি ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার উদ্ধার হয়েছে। আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনাও সেরেছেন। তিনি এদিন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিমান দুর্ঘটনায় প্রয়াত বিজয় রূপানির পরিবারের সাথেও সাক্ষাত করেছেন এবং বিমানের একমাত্র জীবিত যাত্রীকে হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার খোঁজ খবর নিয়ে এসেছেন।

আহমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়া ১৭১ নম্বর ফ্লাইট বিধ্বস্ত হওয়ার পর প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ২৬৫ জন। বুধবার দুপুরে শহরের বিমানবন্দর থেকে উড়ানের কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটি সরকারি মেডিক্যাল হোস্টেলে আছড়ে পড়ে বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনারটি। বিমানটিতে থাকা ২৪২ জন যাত্রীর মধ্যে শুধুমাত্র একজনই প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। তিনি ছিলেন ১১এ আসনে বসা।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী আজ জানান, দুর্ঘটনার ২৮ ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে ব্ল্যাক বক্স। ইতিমধ্যেই গুজরাট এটিএস একটি ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার উদ্ধার করেছে। ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আহমেদাবাদ পৌঁছে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সঙ্গে ছিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল। মোদী সিভিল হাসপাতালের ঞ৭ ওয়ার্ডে ভর্তি আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দেখা করেন একমাত্র জীবিত যাত্রী, বিশ্বাস কুমার রমেশের সঙ্গেও, যিনি মানসিক ট্রমার কারণে কাউন্সেলিংয়ের অধীনে রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী পরে গুজরাট সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন গুজসেইল ভবনে। ঘটনাক্রমের বিস্তারিত রিপোর্ট তাকে পেশ করা হয়। মোদী বলেন, "আমরা সবাই এই বিমান দুর্ঘটনায় শোকাহত। এতগুলি প্রাণের আকস্মিক ও মর্মান্তিক মৃত্যু ভাষার বাইরে। শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

ঘটনায় গুজরাট মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, তিনজন এমবিবিএস ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে এবং আরও ৪৫ জন আহত হয়েছেন। বিমানটি এক মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলে ধাক্কা মারে, যার ফলে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে, ডিএনএ পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা জানানো সম্ভব নয় বলে ডিজিসিএ জানিয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় প্রাক্তন গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিরও মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সরকারি সূত্র। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সাক্ষাৎ হয়। মোদী বলেন, "রূপানির মৃত্যু অকল্পনীয়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে লক্ষ্য অতিক্রম, ৩৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারী নারী কৃষক

রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। ত্রিপুরা রাজ্যে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। রাজ্যজুড়ে ১,৯৫,২৬৩ জন কৃষকের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে এই অভিযান, যার মধ্যে ৬৬,৮৯৯ জন অর্থাৎ প্রায় ৩৪ শতাংশ ছিলেন নারী কৃষক। এটি প্রাথমিক লক্ষ্য ১.৭২ লক্ষের চেয়ে অনেক বেশি।

আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে আসামের পরেই ত্রিপুরা এই অভিযানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। এটি রাজ্যের কৃষি খাতের ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন সাফল্য।

মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্ন হল কৃষিকে আধুনিক, সৃজনশীল ও স্থিতিশীল ব্যবস্থার অধীনে এনে ভারতকে বিশ্বের শস্য ব্যাংকে পরিণত করা। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য কেন্দ্র সরকার 'এক দেশ, এক কৃষি, এক ধারণা' নীতিতে কাজ করছে।"

তিনি জানান, ২৯ মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত চলা এই অভিযানে দেশজুড়ে ২,১৭০টি কৃষি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রায় ১৬,০০০ কৃষি বিজ্ঞানী অংশ নেন। অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির বার্তা ৭০০টি জেলার ১.৫ কোটি কৃষকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। পাশাপাশি ১.৪৫ কোটি মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষা, কৃষকের আয় বৃদ্ধি, এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক বিবাদে রক্তাক্ত একই পরিবারের তিনজন, থানায় মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুন।। পারিবারিক বিবাদে রক্তাক্ত হয়েছেন তিনজন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ঘটনা সাকাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত সাকাইবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটে গেল এক চাঞ্চল্যকর পারিবারিক হিংসাত্মক ঘটনা। অভিযোগ, পারিবারিক ঝামেলাকে কেন্দ্র করে আব্দুল রহমানের ছেলে আব্দুল আকাদ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কাঠের বর্গা নিয়ে হামলা চালায় তার পরিবারের সদস্যদের উপর।

হামলার শিকার হন আব্দুল আকাদের বাবা আব্দুল রহমান, মা ও ছোট বোন। আকস্মিক এই হামলায় তিনজনই গুরুতরভাবে রক্তাক্ত হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তারা নিজেরাই গিয়ে উপস্থিত হন ধর্মনগর থানায়। ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর মনে করে থানা থেকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। পুলিশ আহতদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে পাঠায় চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে আহতরা জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযুক্ত আব্দুল আকাদের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং ঘটনার সকল দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে তীব্র প্রতিক্রিয়া।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এবং পারিবারিক নিরাপত্তা ও মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত কারণ ও ঘটনার পেছনের প্ররোচনাগুলি জানার চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

রাজ্যেই এখন সব ধরণের রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সহজতর হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। গত ৭ বছরে রাজ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি চক্ষু চিকিৎসার জন্য আগরতলায় ১০০ শয্যাবিশিষ্ট রিজিওন্যাল টার্শিয়ারি চক্ষু হাসপাতাল স্থাপন করা হবে। যার জন্য বাজেটে অর্থ সংস্থানও রাখা হয়েছে। আজ আগরতলায় আইএলএস হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আধুনিক চিকিৎসা সম্বলিত ক্যান্সার কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। আগরতলার আইএলএস হাসপাতাল ইন্টারন্যাশনাল অঙ্কোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই আধুনিকমানের ক্যান্সার কেয়ার সেন্টারটি চালু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্যান্সার দুরারোগ্য ব্যাধি হলেও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে দ্রুত এই রোগ নির্ণয় ও সঠিক সময়ে চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। জনসচেতনতাই ক্যান্সারের সঙ্গে মোকাবিলা করার অন্যতম উপায় বলে মুখ্যমন্ত্রী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশের দায়ে এক বাংলাদেশী নাগরিক আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। রাজ্যে প্রতিনিয়ত অবৈধভাবে বাংলাদেশীরা প্রবেশ করে যাচ্ছে।

এই সকল অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আটক করতে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে গোয়েন্দা দপ্তরের খবরের ভিত্তিতে শান্তিরবাজার মহকুমার কাঁঠালিয়া এলাকায় এক বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ গিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ কারীকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। শান্তিরবাজার থানার ওসি আশুতোষ শর্মা, সেকেন্ড অফিসার শুক্লমনি দের্বমা ও এস আই রতন দেবনাথের যৌথ অভিযানে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করতে সক্ষম হয়।

এইবিষয়ে শান্তির বাজার থানার ওসি আশুতোষ শর্মা বলেন, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। জানা যায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের বাসিন্দা মৃত অজিত মিয়ার ছেলে ইসমাইল মিয়া (৩০)। অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অমান্য করার অধিকার বোর্ডের হাতে নেই ঃ টিআরবিটি চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা (টিআরবিটি) পরিচালিত ২০২৪ সালের টি-টেট পেপার-টু এবং টি-টেট পেপার-ওয়ান পরীক্ষার চূড়ান্ত উত্তরপত্র বোর্ডের বিশেষজ্ঞদের সম্মতিতে বোর্ডের পক্ষ থেকে গত ৯ জুন ২০২৫ প্রকাশ করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ে প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. প্রত্যুষ রঞ্জন দেব বোর্ডের ঘোষিত চূড়ান্ত উত্তরপত্র বিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন। তিনি জানান, প্রকাশিত উত্তরপত্রের বিষয়ে কয়েকজন পরীক্ষার্থী বিষয়গত বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত মানতে অসম্মতি জানিয়েছে। পরীক্ষার উত্তরপত্রের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অমান্য করার অধিকার বোর্ডের হাতে নেই। চেয়ারম্যান পরীক্ষার্থীদের এই দাবিকে অনায্য ও অন্যায় বলে অভিহিত করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদেব বলেন, সর্বভারতীয় স্তরের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যেসব নিয়ম অনুসরণ করে পরীক্ষা নেওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদ্য নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন, বাগমায় রামঠাকুর হোটেলকে জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জুন।। গোমতী জেলা খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ওপর জোর দিচ্ছে। এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, গোমতী জেলা খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ খাদ্য নিরাপত্তা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান জোরদার করতে শুরু করেছে। উদয়পুরের বাগমার রামঠাকুর হোটেলকে একাধিক খাদ্য নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনের জন্য দায়ী করে, কর্তৃপক্ষ প্রাথমিকভাবে ৭,০০০ টাকা জরিমানা করেছে। জরিমানার সঙ্গে চূড়ান্ত সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। এমনকি অবস্থার উন্নতি না হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং লাইসেন্সও বাতিল হতে পারে। টাকার অংকে এটি বড় না হলেও, গোমতী জেলায় নিরাপদ খাদ্যের স্বার্থে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হোটেল কর্তৃপক্ষকে ইতিপূর্বে বহুবার নরমে-গরমে বুঝানো হয়েছে। এমনকি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা নিজে ওই হোটেলে গিয়ে কিভাবে অবস্থার উন্নতি করতে হবে মালিককে বুঝিয়েছেন। কিন্তু কোন উন্নতি হয় নি। জরিমানার নোটিশে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, রামঠাকুর হোটেল অভ্যাসবশত খবরের কাগজ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও মান (প্যাকেজিং) রেগুলেশন ২০১৯-এর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে অনুপ্রবেশ রোধে মহাকরণে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহার সভাপতিত্বে উচ্চ পর্যায়ের এক প্রশাসনিক বৈঠক মহাকরণে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক শ্রী অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র সচিব অভিষেক সিং, বিএসএফ-এর আইজি সহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন সংস্থার পদস্থ আধিকারিকগণ অংশ নেন। বৈঠকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। গত তিন মাসে রাজ্যে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সূত্রে জানানো হয়েছে।

নিরাপত্তা রক্ষার কাজে যুক্ত সকল সংস্থাগুলির সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করার উপর বৈঠকে আলোচনা হয়। অনুপ্রবেশ রোধ এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে রেগা কর্মীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ রেগা কর্মীরা বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। অবিলম্বে বেতন প্রদান করার দাবিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসকের নিকট রেগা কর্মীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন। এই রেগা কর্মচারী বলেন, বিগত কয়েকমাস থেকে তাদের কোন বেতন প্রদান করা হচ্ছে না সরকারের পক্ষ থেকে। দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করে আসলো চুক্তিবদ্ধ থেকে তাদেরকে নিয়মিত করা হচ্ছে না।বিশেষত সঠিক সময়ে বেতন না পেলে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন কাটাতে হয় রেখা কর্মীদের। তার উপর দুই মাস যাবত বেতন না পাওয়ার কারণে বর্তমানে সংসার পরিচালনা ছেলে মেয়ে মা, মা-বাবাদের মুখে তুলে দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। সাফাই কর্মীরা যতবার বেতন চাইতে পুর নিগম অফিসে গিয়েছে ততবারই তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই আজ বেতনের দাবিতে আজ জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা।

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু এক ব্যক্তির, গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৩ জুন।। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় বিশালগড় ব্লক সংলগ্ন জাতীয় সড়কে মৃত্যু হল এক পথচারীর। রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশালগড় ব্লক সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক বাইক সহ বাইক চালককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।ঘটনা বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। মৃত ব্যক্তির নাম সুনীল বর্মন। বাড়ি বিশালগড় শীতলটিলা এলাকায়। গ্রেপ্তার দুই যুবকের নাম হৃদয় দেবনাথ, কৌশিক চক্রবর্তী।

ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত দুই যুবক মাত্রাতিরিক্ত গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। উল্লেখ্য রাত বেড়াতে নেশাগ্রস্ত লোকজনরা বেপরোয়াভাবে গাড়ি ও যানবাহন চালিয়ে থাকে। তাতে দুর্ঘটনার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ ছাত্রছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। আমবাসার নাইলাহা বাড়ি এসবি স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিল ছাত্র-ছাত্রী সহ অভিভাবকরা। নাইলাহা বাড়ি এসবি স্কুলটির হাল বর্তমানে বেহাল হয়ে গেছে। বিদ্যালয়ের একটি পাশের মাটি ক্রমশ ভাঙ্গতে শুরু করেছে। তাই বিদ্যালয়ের মাটি ভাঙ্গন বন্ধ করতে এবং নতুন বিদ্যালয়ের দাবিতে শুক্রবার বিদ্যালয়ের পড়ুয়া সহ অভিভাবকরা শিক্ষক শিক্ষিকাদের স্টাফ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। : রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। ওই ঘটনায় উদয়পুর মহকুমার গর্জি পেড়াতিয়া রেল সংলগ্ন এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত মৃতার পরিচয় জানা যায়নি।

ঘটনার বিবরণে গিয়েছে, আজ সকালে উদয়পুর মহকুমার গর্জি পেড়াতিয়া রেললাইনে মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে তারা খবর দিয়েছেন গর্জি ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে ওসি শংকর ত্রিপুরা, জিআরপি-র ওসি গৌতম দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছেন উদয়পুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,১৪ জুন, ২০২৫ ইং
৩০ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

লিঙ্গবৈষম্য বাড়িতেছে

দেশ যত উন্নত হইতেছে ততই আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে কাজে লাগাইয়া নিজেদের ইচ্ছামত নানা কর্মকাণ্ড করা হয়েছে। ইহার মারাত্মক কুফল সমাজের প্রতিফলিত হইতেছে। বিশেষ কোরিয়া লিঙ্গ বৈষম্য সমাজকে এক বিপদজনক প্রবণতার দিকে ঠেলিয়া নিতেছে। একদিকে যখন সংসদে মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া হইতেছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক জেন্ডার গ্যাপ ইন্ডেক্সে পিছাইয়া পড়িল ভারত। বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটানের চেয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছে ভারত। দেশে যখন মহিলা ভোটারদের যোগদান বাড়িতেছে বলিয়া দাবি করা হইতেছে তখন এই ইন্ডেক্স আসল সত্যিটা প্রকাশ্যে আনিয়া দিয়াছে।১৪৬টি দেশের মধ্যে সমীক্ষা চালানো হইয়াছিল এই গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ ইন্ডেক্স তৈরির জন্য। তাহাতে ভারত রহিয়াছে ১২৯ তম স্থানে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কার থেকেও পিছাইয়া পড়িয়াছে ভারত। পাকিস্তানের অবস্থা আরও সঙ্গীন। পাকিস্তান রহিয়াছে ১৪৬ তম স্থানে। একেবারে শেষে।তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে সেই ফারাকটা অনেকটাই কম ভারতে। কারণ ছাত্রী পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়িতেছে ভারতে। ১৪০ কোটি জনসংখ্যা ভারতে। ২০২৪ সালে জেন্ডার গ্যাপ ছিল ৬৪.১ শতাংশ। মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বাড়িতেছে। তাহাদেরেই শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ফারাক অনেকটা কমিয়াছে। কিন্তু সেটা কিছুই নয়। এই ফারাকটা দূর করিতে আরও ১৩৪ বছর সময় লাগিয়া যাইবে।কাজেই দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সংরক্ষণ বা শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েদের যোগদান যতই বাড়ুক সেটা পর্যাপ্ত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে সেটা অনেকটাই কম। যতই সরকার সরকার মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া বা মহিনাদের যোগদানের কথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে করুক না কেন এই পরিস্থিতি বদল হইতে এখনও একশো বছর পার করিতে হইবে ভারতকে এমনই মনে করিতেছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেরা যে প্রত্যাশা নিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছেন লিঙ্গ বৈষম্য তাহাদের সেই স্বপ্নকে ভাংগিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছদিয়াছে। দেশের সংবিধান সমান অধিকার নিশ্চিত করিবার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও সেই স্বপ্ন পূরণ হয় নাই। এটি দেশের সবচেয়ে বড় লজ্জা। ভারতের মতো স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্র দেশে এখনো লিঙ্গ বৈষম্য রহিয়াছে তাহা কল্পনা করা কষ্টকর। এই জটিল সমস্যা সমাধানের সচেতন মহলকে আরো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। লিঙ্গ বৈষম্য সমাজে একটি ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থা হইতে উত্তরণের পথ খুঁজিতে হইবে। এজন্য সরকারকে যেমন সচেতনতা বাড়াইতে হইবে ঠিক তেমনি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান বাড়াইতে হইবে। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই জটিল সমস্যা হইতে উত্তোলন মিলিতে পারে।

মোকোকচুংয়ে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন বাধ্যতামূলক: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ

মোকোকচুং, ১৩ জুন: মোকোকচুং মিউনিসিপাল কাউন্সিল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, দোকান, হোস্টেল, ব্যাংক, স্কুলসহ সকল বাণিজ্যিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তাদের ভবনে অন্তত ৩ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। জনসুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সম্ভাব্য অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি হ্রাস করার উদ্দেশ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। কাউন্সিল জানিয়েছে, এটি শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানগুলোর সুরক্ষার জন্য নয়, বরং সাধারণ মানুষের জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ।

এমএমসি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ না মানলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও জরিমানার নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি, তবে প্রয়োজনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

এই নির্দেশের মাধ্যমে মোকোকচুং মিউনিসিপাল কাউন্সিল তাদের সামগ্রিক জননিরাপত্তা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করতে চায়। অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র স্থাপনকে একটি কার্যকর প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তুলে ধরে কাউন্সিল বলেছে, জরুরি মুহূর্তে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার জন্য এই যন্ত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সব প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রশাসন বলেছে, এই উদ্যোগ তখনই সফল হবে, যখন সকল পক্ষ এর বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে অংশ নেবে। এটি কেবল একটি আইনি দায়িত্ব নয়, বরং সামাজিক দায়িত্বও বটে।

মোকোকচুং শহরের প্রতিটি ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান যাতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করে, তা নিশ্চিত করতে কাউন্সিল নিয়মিত পরিদর্শন ও তদারকি চালাবে বলে জানিয়েছে।

ইটানগরে চুরির ঘটনার দ্রুত সমাধান: আসামে ধৃত অভিযুক্ত, সোনা উদ্ধার

ইটানগর, ১৩ জুন: চাঞ্চল্যকর চুরির ঘটনার রহস্যভেদ করল ইটানগর পুলিশ। গত ৩১ মে ২০২৫ তারিখে ইটানগরের সি-সেক্টরে এক সরকারি কর্মচারীর বাসভবনে ঘটে যাওয়া চুরির মামলার মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আসামের হারমুত্তি এলাকা থেকে। অভিযুক্তের নাম বামিন রোনিয়া, যিনি জিরো এলাকার বাসিন্দা।

চুরির ঘটনায় সোনার গয়না ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়। ইটানগর থানায় কেস নম্বর ৯০/২০২৫, ধারা ৩০৫(এ) বি.এন.এস. অনুযায়ী মামলা দায়ের হয়। তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন ওসি ইন্সপেক্টর খিক্সি ইয়াংফো এবং তদন্তকারী আধিকারিক এসআই স্যামুয়েল এনগুপক। সহায়তায় ছিলেন কনস্টেবল তসেরিং লাম্মু, কিপা তাজিক ও সন্দীপ যাদব।

ধৃত বামিন রোনিয়া চুরি করা সোনা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। হারমুত্তিতে তাকে পাকড়াও করে পুলিশ এবং চুরি যাওয়া সোনা উদ্ধার করে প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পুলিশের এই তৎপরতা স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তদন্তে আরও জানা যায়, ধৃত বামিন রোনিয়া রাজ্যের একাধিক থানায় চুরি মামলায় জড়িত। তার বিরুদ্ধে ডয়মুখ থানায় ৭১/২০২৫ ও ৭২/২০২৫ নম্বর কেস এবং জিরো থানায় ৩৫/২০২৫ নম্বর কেস-সহ একাধিক মামলা নথিভুক্ত রয়েছে, সবই ধারা ৩০৫(এ) বি.এন.এস. অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট থানা গুলিকে ইতিমধ্যেই জানানো হয়েছে এবং ডয়মুখ মামলার সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তিও উদ্ধার করা হয়েছে।

এই মামলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এটি ছিল জেলায় 'ই-সাক্ষ্য' ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যবহারের প্রথম মামলা। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পুলিশি অভিযান, সাক্ষ্যগ্রহণ এবং বাজেয়াপ্তির প্রক্রিয়া ডিজিটালভাবে নথিভুক্ত হয়েছে। ফলে তদন্তে স্বচ্ছতা ও প্রমাণের গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ইটানগর পুলিশ জানিয়েছে, 'ই-সাক্ষ্য' প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ ভবিষ্যতে আরও তদন্তে ব্যবহারের পথ প্রশস্ত করেছে। এতে শুধু পুলিশের কাজের গতি ও নির্ভুলতা বাড়বে না, বরং বিচারিক ব্যবস্থাতেও প্রক্রিয়া আরও সহজ ও স্বচ্ছ হবে। এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং প্রযুক্তিনির্ভর তদন্ত ইটানগর পুলিশ বিভাগের পেশাদারিত্ব ও আধুনিক আইন প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি প্রমাণ করে।

পারমাণবিক বোমা,পাকিস্তান ও ভারতের অপারেশন সিঁন্দুর

ড. হৈমন্তী ভট্টাচার্য

পরমাণু অস্ত্র হলো এমন এক ধরনের ধ্বংসাত্মক যন্ত্র যা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার (ফিসান বা ফিউশন অথবা উভয়ের সংমিশ্রণ) মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করে। এর ধ্বংস ক্ষমতা এতটাই বেশি যে একটি মাত্র বোমা দিয়েই একটি শহরকে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভব।

পরমাণু অস্ত্রের প্রকারভেদ:
প্রধানত দুই ধরনের পরমাণু অস্ত্র রয়েছে:

পারমাণবিক বিদারণ বোমা (Nuclear Fission Bomb / Atomic Bomb): এই ধরনের বোমা পারমাণবিক বিদারণ (fission) বিক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপন্ন করে। এক্ষেত্রে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের মতো ভারী পরমাণুর নিউক্লিয়াস ভেঙে যায়, যা বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত করে। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে 'লিটল বয়' ও 'ফ্যাট ম্যান' বোমা ফেলা হয়েছিল, সেগুলো এই ধরনেরই ছিল।

থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা (Thermonuclear Bomb / Hydrogen Bomb): এটি হাইড্রোজেন বোমা নামেও পরিচিত। এই বোমা বিদারণ এবং ফিউশন (fusion) উভয় বিক্রিয়া ব্যবহার করে। প্রথম ধাপে একটি বিদারণ বোমা দিয়ে প্রচণ্ড তাপ ও চাপ সৃষ্টি করা হয়, যা হাইড্রোজেন পরমাণুকে ফিউশন ঘটাতে বাধ্য করে এবং আরও বহুগুণ বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন বোমা পারমাণবিক বিদারণ বোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

পরমাণু অস্ত্রের বর্তমান অবস্থান:
বর্তমানে বিশ্বের ৯টি দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে বলে মনে করা হয়:
* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র * রাশিয়া * চিন * যুক্তরাজ্য * ফ্রান্স * ভারত * পাকিস্তান * ইসরায়েল (আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার বা অস্বীকার করে না) * উত্তর কোরিয়া ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রায় ৭০ হাজার পারমাণবিক অস্ত্র ছিল, কিন্তু বর্তমানে এই সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজারে নেমে এসেছে। আমেরিকা ও রাশিয়ার কাছে সবচেয়ে বেশি পরমাণু অস্ত্র রয়েছে, যা বিশ্বের মোট অস্ত্রের ৯০ শতাংশ এর বেশি।

ভারত, পাকিস্তান এবং ইসরায়েল পারমাণবিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

পরমাণু অস্ত্র মানবজাতির জন্য এক বিরাট হুমকি এবং এর ব্যবহার আন্তর্জাতিক নীতিমালায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পারমাণবিক বোমা প্রথম তৈরি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ (United States)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 'ম্যানহাটন প্রজেক্ট' (Manhattan Project) নামে একটি গোপন প্রকল্পের আওতায় তারা এটি তৈরি করে এবং ১৯৪৫ সালের ১৬ই জুলাই নিউ মেক্সিকোতে 'ট্রিনিটি' (Trinity) নামক স্থানে এর প্রথম সফল পরীক্ষা চালায়। এরপর ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকিতে তারা দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে।

পাকিস্তান সাধারণত বায়ু-ভিত্তিক, ভূমি-ভিত্তিক এবং সম্ভাব্য সমুদ্র-ভিত্তিক পারমাণবিক অস্ত্রাগার গড়ে তুলেছে। তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ধরন এবং কিছু সম্ভাব্য অবস্থান:

পারমাণবিক অস্ত্রের ধরন:
বিমান-ভিত্তিক: পাকিস্তান মিরাজ III/V এবং F-১৬A/B যুদ্ধবিমানকে পারমাণবিক বোমা বহনে সক্ষম হিসেবে পরিবর্তন করেছে বলে ধারণা করা হয়। তারা রা আদ এবং রা আদ-২ নামে বিমান-নিক্ষিপ্ত ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও তৈরি করেছে।

ভূমি-ভিত্তিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র: পাকিস্তানের স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের একটি তালিকা আছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: * আবদালি * গজনভি * শাহীন-১ * শাহীন-১এ * শাহীন-২ * শাহীন-৩ * ঘোরি * নাসর * আবাবিল - এটি মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্টলি টার্গেটেবল রিএন্টি ভেহিকেল (MIRV) ক্ষমতা সম্পন্ন বলে মনে করা হয়।

ভূমি-ভিত্তিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র: বাবর জিএলসিএম এবং বাবর-২/১(বি) জিএলসিএম তাদের ভূমি-ভিত্তিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম।

সমুদ্র-ভিত্তিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র: পাকিস্তান বাবর-৩ এসএলসিএম নামে একটি সমুদ্র-ভিত্তিক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের উপর কাজ করছে বলে জানা গেছে। এটি সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য হবে বলে ধারণা করা হয়।

পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্রের সম্ভাব্য অবস্থান:
পারমাণবিক অস্ত্রের সঠিক অবস্থান অত্যন্ত গোপন রাখা হয়। তবে, কিছু সম্ভাব্য স্থান যেখানে পাকিস্তানের পারমাণবিক অস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়, সেগুলো হলো:
মাশরুর বিমান ঘাঁটি (Masroor Air Base): এটি করাচির কাছে অবস্থিত এবং পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম মিরাজ যুদ্ধবিমান এখান থেকে পরিচালিত হয়।

সরগোদা ঘাঁটি (Sargodha Air Base/Garrison): পাঞ্জাব প্রদেশের এই ঘাঁটি পাকিস্তানের কৌশলগত বাহিনী কমান্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। এখানে পারমাণবিক ও কৌশলগত অস্ত্র সংরক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় বলে মনে করা হয়। সরগোদা ওয়েপনস স্টোরেজ কমপ্লেক্সে পারমাণবিক গ্র্যাভিটি বোমা রাখা হতে পারে। কামরা বিমান ঘাঁটি (Minhas (Kamra' Air Base): এটি পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বিমান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র। এখানেও পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ও যুদ্ধবিমান মোতায়েনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। পানো আকিল গ্যারিসন (Pano Aqil Garrison): এটি সিন্ধু প্রদেশের উত্তর অংশে ভারতীয় সীমান্ত থেকে প্রায় ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট চিত্রে এখানে বাবর ও শাহীন-১ ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য বহু ট্রান্সপোর্টার ইরেক্টর লঞ্চার (TEL) দেখা গেছে।

আক্রো গ্যারিসন (Akro Garrison): এটি হায়দ্রাবাদের উত্তরে সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এখানে ক্ষেপণাস্ত্র টিইএল গ্যারেজ কমপ্লেক্সের নিচে একটি অনন্য ভূগর্ভস্থ সুবিধা রয়েছে।

ঘাজি খানের ডেরা (Dera Ghazi Khan): এটিও একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক স্থাপনার অবস্থান।

খুশাব (Khushab): এখানে পাকিস্তানের প্লুটোনিয়াম উৎপাদনকারী চুল্লিগুলো অবস্থিত।

কাহুটা (Kahuta): খান রিসার্চ ল্যাবরেটরিজ (KRL) এখানে অবস্থিত, যা পাকিস্তানের প্রধান পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণাগার এবং উচ্চ-সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম (HEU) উৎপাদনে ব্যবহৃত গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ সমৃদ্ধকরণ প্রযুক্তির কেন্দ্র।

পাকিস্তান তার পারমাণবিক সক্ষমতা উন্নত করতে এবং অস্ত্রাগার বাড়াতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

"অপারেশন সিঁন্দুর" ভারতের একটি সামরিক অভিযান, যা ২০২৫ সালের মে মাসে পাকিস্তানের ওপর চালানো হয়েছিল। এই অভিযানের ফলে পাকিস্তানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির প্রধান দিকগুলো হলো: সামরিক অবকাঠামো: এয়ারবেস এবং সামরিক স্থাপনা: অপারেশন সিন্দুরে পাকিস্তানের অন্তত আট থেকে এগারোটি এয়ারবেস মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নূর খান, রফিকেরি, মুরিদ, সুক্কুর, শিয়ালকোট, পাশরুর, চুনিয়ান, সারগোদা, স্কারু, ভোলারি এবং জ্যাকোবাবাদ। এই হামলায় পাকিস্তানের বিমানবাহিনীর প্রায় ২০ শতাংশ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। বিমান ও ড্রোন: কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে যে পাকিস্তানের একাধিক বিমান ও ড্রোন ধ্বংস করা হয়েছে, তবে এর সঠিক সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয়নি। বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা: পাকিস্তানের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকেজো করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় হামলার সময় তারা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ গড়তে পারেনি।

সন্ত্রাসী ঘাঁটি: ভারতের দাবি অনুযায়ী, পাকিস্তানের ৯টি প্রধান সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ শিবির ও লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করা হয়েছে, যেখানে লস্কর-ই-তৈবা, জইশ-ই-মুহাম্মদ এবং হিজবুল মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। এতে শতাধিক জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে ভারত জানিয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি: শেয়ারবাজার: অপারেশনের পর পাকিস্তানের শেয়ারবাজারে ব্যাপক পতন দেখা গেছে। তিন দিনে পাকিস্তানের শেয়ারবাজারের সামগ্রিক ৬,৩৯৩.৮৭ পয়েন্টের ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে পাকিস্তানের বিনিয়োগকারীরা ৮০ হাজার কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন (প্রায় ২.৮৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

আকাশসীমা বন্ধ: হামলার পর পাকিস্তান তার আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে তাদের আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাবও পড়েছে।

মানসিক ও কৌশলগত ক্ষতি: বিশ্বাসযোগ্যতা: অপারেশন সিন্দুর পাকিস্তানের সামরিক এবং বেসামরিক উভয় প্রতিষ্ঠানের জন্যই একটি বড় ধাক্কা ছিল। এটি পাকিস্তানের সামরিক সক্ষমতা এবং তাদের পারমাণবিক হুমকির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

আস্থার সংকট: তুরস্কের ড্রোন এবং চিনের সরবরাহ করা বিমান প্রতিরক্ষা ও ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার (EW) সিস্টেমের উপর পাকিস্তানের আস্থায় চিড় ধরেছে, কারণ সেগুলো এই হামলায় কার্যকর প্রমাণিত হয়নি।

সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের মূল্য : এই অভিযানের মাধ্যমে ভারত পাকিস্তানকে দেখিয়ে দিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার জন্য তাদের চড়া মূল্য দিতে হবে। আন্তর্জাতিক চাপ: পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বেড়েছে, কারণ ভারতের দাবি অনুযায়ী, এই অভিযান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল।

অপারেশন সিন্দুর পাকিস্তানের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকে গুরুতর ক্ষতি করেছে, যা তাদের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অবস্থান উভয়কেই প্রভাবিত করেছে।

রিচার্ড ফাইনম্যানের ভাষ্যে মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণার গুরুত্ব

ব্রিটিশ পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে এক অনন্য প্রতিভা। প্রথাগত শিক্ষা ছাড়াই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি। শুধু গবেষণা নয়, বিজ্ঞান শিক্ষা ছড়িয়ে দিতেও কাজ করেছেন এই বিজ্ঞানী। ১৮২৫ সালের ২৪ মার্চ জনপ্রিয় রয়্যাল ইনস্টিটিউশন 'ক্রিসমাস লেকচার' শুরু করেন তিনি, যা আজও ব্রিটেনে বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম বড় আয়োজন। রয়্যাল ইনস্টিটিউশন আজও এই লেকচার আয়োজন করে। আজ এই ক্রিসমাস লেকচারের ২০০ বছর পূর্তি। ২০ শতকের অন্যতম মেধাবী পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যান তাঁর দ্য মিনিং অব ইট অল বইয়ে লিখে গেছেন এই লেকচারগুলোর কথা, লিখেছেন এই বিজ্ঞানীর কথা। চলুন, আজকের এই দিনে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানের ভাষ্যে জেনে নেওয়া যাক ক্রিসমাস লেকচার ও মাইকেল ফ্যারাডের গবেষণার গুরুত্ব। প্রকাশিত এই অংশটি অনুবাদ করেছেন **উচ্ছ্বাস তৌসিফ।**

বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক এর বিষয়বস্তু। আর বিদ্যুতের মতো ইন্টারেস্টিং বিষয় আর কটি আছে? ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের মধ্যকার এই আকর্ষণ বল অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই যেকোনো সাধারণ পদার্থের সব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ফলে দারুণ এক ভারসাম্যে চলে আসে। সব ধনাত্মক চার্জ একজোট হয়ে সব ঋণাত্মক চার্জকে আকর্ষণ করে। দীর্ঘকাল কেউ বিদ্যুতের এই অদ্ভুত কাজকর্ম খেয়ালই করেনি। মাঝেমধ্যে অ্যাম্বারের টুকরোকে কোনো কারণে ঘষলে, সেটা যখন একটুকরো কাগজকে আকর্ষণ করত, তখন হয়তো তারা এর কিছুটা টের পেত। কিন্তু এখন এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে আমরা বুঝতে পারি, এর ভেতরে বিস্ময়কর পরিমাণের দক্ষযজ্ঞ চলছে। অথচ আজও বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারি না আমরা।

একটা উদাহরণ দিই। শিশু-কিশোরদের জন্য ফ্যারাডের ৬ খণ্ডের একটা ক্রিসমাস লেকচার সিরিজ আছে। নাম, কেমিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যা ক্যান্ডেল। ফ্যারাডের এই লেকচারের মূল বক্তব্য হলো, আপনি যা ইচ্ছা, যেকোনো কিছুর দিকে তাকান। ভালো করে লক্ষ করলে ঠিকই বুঝতে পারবেন, পুরো মহাবিশ্বটার সঙ্গেই এর একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে। আপনি সেই যোগাযোগটাকেই দেখছেন, বুঝতে চেষ্টা করছেন। সে জন্য মোমবাতির সবগুলো বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকিয়ে ফ্যারাডে এর দহন, রসায়ন ইত্যাদি খুঁজে পেয়েছিলেন। বইটার ভূমিকায় ফ্যারাডের জীবন ও তার কিছু আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, রাসায়নিক পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া পরমাণুর সংখ্যাকে তাদের যোজনী দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তার সমানুপাতিক। আরও লেখা হয়েছে, তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো এখন ক্রোম প্লেটিং, অ্যালুমিনিয়ামের অ্যানোডিক কালারিং এবং শিল্পক্ষেত্রে এরকম আরও ডজনখানেক কাজে ব্যবহৃত হয়। কথাটা আমার একদম পছন্দ হয়নি।

তিনি বলেছিলেন, 'পরমাণু কিছু কিছু উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তির সঙ্গে জড়িত। তাদের সবচেয়ে দারুণ বৈশিষ্ট্যগুলো এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটা হলো তাদের পারস্পরিক রাসায়নিক সম্পর্ক।' তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণু কীভাবে একসঙ্গে থাকবে, তা যে জিনিসটা নিয়ন্ত্রণ করে; আয়রন বা লোহা ও অক্সিজেনের মিশেলে সৃষ্ট আয়রন অক্সাইডে মৌল দুটির অনুপাত ও বিন্যাস কেমন হবে, তা যে জিনিসটা ঠিক করে দেয়, সেটা হলোএর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ধনাত্মক, আর কোনো কোনোটি বৈদ্যুতিকভাবে ঋণাত্মক। এগুলো পরস্পরকে সুনির্দিষ্ট সমানুপাতে আকর্ষণ করে। তিনি আরও আবিষ্কার করেছিলেন, পরমাণুতে বিদ্যুৎ থাকে একক বা প্যাকেট আকারে। দুটোই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তবে সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিষয়টা হলো, এটা ছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলোর একটি। এটা সেই দুর্লভতম মুহূর্তগুলোর একটি, যখন দুটো ব্যাপক ক্ষেত্র একসঙ্গে একীভূত হয়ে যায়, একাকার হয়ে যায় মিলেমিশে। ফ্যারাডে আচমকা আবিষ্কার করলেন, দুটো আপাত ভিন্ন জিনিস আসলে একই জিনিসের দুটো ভিন্ন রূপ। বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছিল, রসায়ন নিয়েও চলছিল গবেষণা। অথচ হঠাৎ দেখা গেল, দুটো আসলে একই জিনিসের ভিন্ন রূপবৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তনের ফলেই রাসায়নিক বদলে যায়। আজও আমরা এগুলোকে সেভাবেই জানি, বুঝি। ফলে 'তাঁর আবিষ্কৃত নীতিগুলো ক্রোম প্লেটিংয়ে ব্যবহৃত হয়'শুধু এটুকু বলা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। এতে তাঁর গবেষণার গুরুত্ব আড়ালে পড়ে যায়। আপনারা জানেন, শারীরতত্ত্বের যেকোনো আবিষ্কারের জন্যই সংবাদপত্রের একটা বাঁধা বাক্য আছে। 'আবিষ্কারক বলেছেন, ক্যান্সার সারাতে এই আবিষ্কার কাজে লাগতে পারে।' কিন্তু তারা সেই আবিষ্কারটার নিজস্ব মূল্যটুকু ব্যাখ্যা করতে পারে না। এটিও সে রকম। প্রকৃতি কীভাবে কাজ করে, তা বোঝার চেষ্টা করা অত সহজ নয়। মানুষের কার্যকরণ ক্ষমতার ভয়ংকর এক পরীক্ষা এটি। সূক্ষ্ম চাতুর্য দরকার পড়ে এ জন্য। দরকার পড়ে যুক্তির সরু সুতো ধরে হেঁটে যাওয়া। খেয়াল রাখতে হয়, কী হবেতা আন্দাজ করতে গিয়ে যাতে কোনো ভুল না হয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কিংবা আপেক্ষিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো এর ভালো উদাহরণ। তবে এগুলোর আরও বহু আগের, মাইকের ফ্যারাডের গবেষণাকেও এই সূক্ষ্ম চাতুর্যের আদর্শ উদাহরণ বলা যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলা রেল পুলিশ এক বাংলাদেশীকে আটক করে।

মিজোরামে ১.৮১ কোটি টাকার পাচার হওয়া সুপারি সহ ছয়জন আটক, আগেই মেথ ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছিল ১৬ কোটির

আইজল, ১৩ জুন: মিজোরামের চাম্পাই জেলায় পাচার হওয়া ১.৮১ কোটি টাকার সুপারি সহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে আসাম রাইফেলস ও কাস্টমস বিভাগের একটি যৌথ দল। পাচার বিরোধী অভিযানে রাজ্যে অবৈধ কার্যকলাপ দমনে বড় সাফল্য পেল প্রশাসন।

এক নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, বৃহস্পতিবার ভোরে চাম্পাই জেলার মুয়ালকাউই এলাকায় অভিযান চালায় যৌথ দলটি। অভিযানে ৩৮৬ ব্যাগ (মোট ৩০,৮৮০ কেজি) সুপারি উদ্ধার করা হয়, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রায় ১.৮১ কোটি টাকা মূল্যের। আটক হওয়া ছয়জন পাচারকারীর সঙ্গে জব্দ করা সুপারিগুলি চাম্পাইয়ের কাস্টমস প্রিভেন্টিভ ফোর্সের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত, এর আগেও চলতি মাসে রাজস্ব গোয়েন্দা অধিদপ্তর মিজোরামের আইজল শহরের উপকণ্ঠে একটি বড় মাদক পাচার চক্র ভেঙে দেয়। একটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ১৬ কেজি মেথামফেটামিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়, যার আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা। মাদকগুলি বিশেষভাবে পরিবর্তিত গাড়ির পেছনের সিটের নিচে ও জ্বালানি ট্যাঙ্কের ভিতরে লুকানো ছিল। ঘটনার সঙ্গে জড়িত দুইজন গাড়িচালক ও তার সহযাত্রীকে এনডিপিএস আইন ১৯৮৫ অনুসারে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে এবং মিজোরামকে পাচারমুক্ত ও নিরাপদ রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মেঘালয়ে সোহরা হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা আইন জোরদার, পর্যটনে ২৭৩ একর জমি বরাদ্দ

শিলং, ১৩ জুন: সোহরার ওয়েইসাওডং জলপ্রপাতে ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশীর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে মেঘালয় সরকার রাজ্যের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা জোরদারে 'মেঘালয় রেসিডেন্টস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাক্ট' সংশোধন ও শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা জানান, পর্যটনের আড়ালে ক্রমবর্ধমান অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা রাজ্যে পর্যটনকে স্বাগত জানাতে চাই, তবে তার পাশাপাশি বাসিন্দাদের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে হবে।" প্রসঙ্গত, সম্প্রতি সোহরার এক পর্যটন স্থানে এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডে ভিকটিমের স্ত্রী, তার প্রেমিক ও তিনজন ভাড়াটে খুনি জড়িত ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার পরই সরকার উপলব্ধি করে যে, পর্যটন উন্নয়নের পাশাপাশি শক্তিশালী নিরাপত্তা কাঠামোও অপরিহার্য। একই সঙ্গে রাজ্য মন্ত্রিসভা পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২৭৩.৪১ একর অব্যবহৃত জমি রাজস্ব ভাগাভাগির ভিত্তিতে পর্যটন দপ্তরের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই জমিগুলি মেঘালয় এনার্জি কর্পোরেশন লিমিটেড-এর অধীন ছিল এবং এর মধ্যে রয়েছে আইবি ক্যাম্পাস, লে-জংশন থেকে নংসডার গ্রাম পর্যন্ত অঞ্চল, মিইসিএল স্কুল ও এনএইচআরডিসি -র পিছনের এলাকা, ব্লক ঝ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা লুম্পংডেং দ্বীপ। সরকারের আশা, এই জমি ব্যবহারে রাজ্যের পর্যটন খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

এছাড়াও, মেঘালয় মন্ত্রিসভা রাজ্যের দুর্গম এলাকাগুলির সঙ্গে জেলা সদর দপ্তরগুলোর যোগাযোগ সুসংহত করতে নতুন 'আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প ২০২৫' অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৯০টি নতুন বাস পরিষেবা চালু করা হবে, যা ছাত্রছাত্রী, সরকারি কর্মচারী ও সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে বিশেষভাবে পরিকল্পিত। এই প্রকল্পের আওতায় সরকার গাড়ির অন-রোড মূল্যের ৩৫ শতাংশ ভর্তুকি দেবে, ৫ শতাংশ উপভোক্তা বহন করবে এবং বাকি ৬০ শতাংশ ঋণের মাধ্যমে পাঁচ বছরে শোধযোগ্য হবে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তা দেবে, যাতে বেসরকারি অংশীদারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এই প্রকল্প রাজ্যের দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে সরকার জানিয়েছে।

ইম্ফল বিমানবন্দরের ১০ কিমি এলাকায় লেজার লাইট নিষিদ্ধ: মণিপুর সরকারের নির্দেশ

ইম্ফল, ১৩ জুন: ফ্লাইট সুরক্ষা ও পাইলটদের ভিজ্যুয়াল বিভ্রান্তি রোধে মণিপুর সরকার ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-এর ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে লেজার লাইট ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ছে লেজার পয়েন্টার ও লেজার শো উভয়ই।

ইম্ফল পশ্চিম জেলার ডেপুটি কমিশনার এক বিবৃতিতে জানান, 'ইম্ফল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এয়ারফিল্ড এনভায়রনমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির শেষ বৈঠকে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যে কোনও ধরনের লেজার আলো ব্যবহার, হোক তা লেজার পয়েন্টার অথবা লেজার শো, বিমানবন্দর থেকে ১০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।'

প্রশাসনের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূল লক্ষ্য হল পাইলটদের দৃষ্টিবিভ্রাট রোধ করা ও বিমান চলাচলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২০২৩, এয়ারক্রাফট রুলস ১৯৩৭ এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯৯৪ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যার মধ্যে জরিমানাও অন্তর্ভুক্ত।

স্থানীয় প্রশাসন জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, এই নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য এবং বিমানবন্দরের সংলগ্ন এলাকায় কোনও অবস্থাতেই লেজার লাইট ব্যবহার না করার জন্য।

নিরবতা থেকে নিরাপত্তা পর্যন্ত
মোদী সরকারের তত্বাবধানে কীভাবে আইনী সংস্কার মহিলাদের নিরাপত্তাকে পুনর্নির্ধারণ করেছে

শ্রীমতী সাবিত্রী ঠাকুর
নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী

২০১২-য় নির্মম নির্ভয়াকান্ড সমগ্র দেশও জাতির চেতনাকে আলোরিত করে তুলেছিল। এই ঘটনা মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য ভারতের আইনী ও প্রশাসনিক কর্মকাঠামোর গভীর ক্ষতকেও প্রকাশ করে দিয়েছিল। আপর‍্যাপ্তপুলিশীনজরদারী, ধীর গতির বিচার বিষয়ক কার্য‍্যক্রম, সেকেলে আইন, এবং প্রায় মৃত্যুপথ যাত্রী ক্ষতিগ্রস্থার প্রতি সহায়তা দানের ব্যবস্থার খামতি এক বিষন্ন চিত্র এঁকে দিয়েছিল।

২০১৪-য় ভারত এক মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়াল। জনতার ক্ষোভ-বিক্ষোভ ছিল উচ্চ গ্রামে সোচ্চার, কিন্তু আইনগত ব্যবস্থাপনা রয়ে গেল ঢিলেঢালা। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বা দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির জন্য আদালতগুলির বিষয়টি ছিল একটি ধারণা মাত্র, বাস্তবে ছিল না। সে সময় ওয়ান স্টপ বা একই স্থানে সমস্যা সমাধানের জন্য কেনো সহায়তা কেন্দ্র ছিল না, ছিল না মহিলাদের জন্য কোনো জাতীয় পর‍্যায়ের হেল্পলাইন, দ্রুততর গতিতে তদন্ত করার জন্য কোনো রকম ময়না তদন্তের সহায়তামূলক ব্যবস্থা একেবারেই ছিল নাএবং এই ধরণের মামলা নিষ্পত্তির জন্য সহায়তা করতে ছিল না কোনো রকম উৎসর্গীকৃত তহবিল। মহিলাদের সমস্যাগুলিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা হত, কোনো অবস্থাতেই এগুলিকে জাতীয় অগ্রাধিকার বলে আদপেই বিবেচনা করা হত না।

মোদী যুগ: সুরক্ষা থেকে কাঠামোগতক্ষমতায়ন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীরদিকদর্শনকারী নেতৃত্বে ভারত সরকার বিগত ১১ বছরে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন এসেছে---আইনগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান এবং প্রতিটি মহিলার জন্য সম্মান ও মর‍্যাদা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে পূর্বেকার খুচরো-খাচরা সাড়া দেবার ভুল প্রবণতা থেকে সরে এসে মিশন-মোড বা লক্ষ্য-যুক্ত পন্থার সঙ্গে পুরো বিষয়টিকেসাঙ্গীকৃত করা হয়েছে।

একটি জাতীয় প্রতিশ্রুতি রূপে আইনগত নিরাপত্তা

সরকার দেশ জুড়ে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট (এফটিএসসি) স্থাপন করার কাজ শুরু করল, আজ সারা দেশে এই ধরণের ৭৪৫-টি আদালত চালু রয়েছে, সেই সঙ্গে ৪০৪-টি এমন আদালত রয়েছে যেগুলি শিশুদের যৌন নির‍্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য, অর্থাৎ 'প্রোটেকশন অ ব চিল্ডেনফ্রমসেক্সস্যুয়ালঅফেন্সেস (পওসিএসও/পক্সো) অ্যাক্ট-এর আওতাভুক্ত মামলাগুলি পরিচালনা করছে। অন্যদিকে প্রতিতুলনায় ২০১৪-য় যখন ওয়ান স্টপ সেন্টার-গুলির অস্তিস্তই ছিল না, সেখানে বর্তমানে ৮২০-টি জেলায় রয়েছেআইনী সহায়তা দেবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে কার্য‍্যকর ওসিএস সমূহ, পুলিশী হস্তক্ষেপ, আশ্রয়স্থল, এবং হিংসায় ক্ষতিগ্রস্থ যেকোনো মহিলার জন্য একই ছাদের তলায় পরামর্শ দানের ব্যবস্থা। এই বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসেবে সূচনা করা হয়েছে 'ন্যাশনাল উইম্যানহেল্পলাইন' (১৮১-টি)এবংএগুলিকে ৮.৬ মিলিয়নেরওবেশি মহিলার কাছে সারা সপ্তাহ দিন-রাত ২৪ ঘন্টা জরুরি সহায়তা দিতে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে ১৪,৬০০-রও বেশিপুলিশ স্টেশনে এখন রয়েছে নারী সহায়তা ব্যবস্থা তথা উইমেনহেল্পডেস্ক, এবং এগুলির বেশির ভাগেই নিযুক্ত রয়েছেন মহিলা পুলিশআধিকারিকরা। এর ফলে পূর্বে যেখানে ছিল স্রেফ উদাসীনতা অথবা এমনকী নিদারুণ বর্বরতা, সেখানে তা এখন এক মহত্তর মানবিক স্পর্শকাতরতা ও সহায়তার বাতাবরণ রূপে রূপান্তরীত হয়েছে। ২০১৪-র আগে প্রতিতুলনায় যেখানে ছিল অতি দুর্বল জরুরী পরিষেবার ব্যবস্থা, সেখানে প্রতিতুলনায় মহিলাদের নিরাপত্তা ও সেরক্ষার উপর জোর দিয়ে সরকার 'নির্ভয়া তহবিল'-এর মাধ্যমে ৫০-টিরও বেশি প্রধান প্রধান প্রকল্পকে আর্থিকভাবে জোরদার করে তুলছে।

প্রগতিশীল আইনীসংশধনী সমূহ যখন অপরাধ আইন (সংশোধনী) অথবা 'ক্রিমিনিল ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট' চালু করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারকর্ম এবং এটি ছিল 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা' (বিএনএস)-এর আওতায় সর্বাঙ্গীন বিষয় এবং সেই সঙ্গে এটা ছিল পুরোনো ঔপনিবেশিক যুগের অপরাধ বিচারের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন বিশদ আইনের প্রণয়ন এবং যা সম্পর্কিত ছিল ২০২৩-এর আইনের সঙ্গে।

এই সব নতুন আইন একটি মাত্র নিবেদিত অধ্যায়ের মধ্যে নারীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সমস্ত রকম অপরাধকে একত্রিত করেছে এবং এতে ক্ষতিগ্রস্থারজবানবন্দী ভিডিও রেকর্ড করাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপরন্তু বলা হয়েছে যে এই জবানবন্দী গ্রহণ যাতে একটি স্পর্শকাতর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করা হয় তা সুনিশ্চিত করতে যতদূর সম্ভব একজন মহিলা বিচারপতির তত্ববধানে করাতে হবে। ডিজিটাল মাধ্যমে অনুসরণ, ভ্রমণচারীতা এবং বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করার মতো অপরাধগুলিকে এই প্রথম বারের মতো অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। অ্যাসিডছুঁড়ে আক্রমণ, পাচার করা, দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ এবং হেপাজতে রেখে যৌন নির‍্যাতনের জন্য এখন আইনী ব্যবস্থায় অথ্যন্ত কঠোর শাস্তি দানের সংস্থানরয়েছে। উপরন্তু, কোনো ধর্ষিতাকে যদি তার এফআইআরনথীভুক্ত করাতে গেলে অগ্যাহ্য করা হয় অথবা তাকে যদি জরুরী চিকিৎসা পরিষেবা না দেওয়া হয় তা হলে সেগুলিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারীরা এখন যে কোনো ক্ষেত্রে এবং যে কোনো সময়ে কাজ করতে আইনত অনুমোদিত, এটা তাদের প্রাচীন 'রক্ষণশীলতা' থেকে মুক্ত করেছে এবং তাদের স্বশাসনের অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে। বিচার প্রক্রিয়াতের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা হয়েছে, এগুলির মধ্যে রয়েছে সাক্ষীকে সুরক্ষা দানের ব্যাবস্থা এবং ডিজিটাল প্রমাণ গ্রহণকে মান্যতা দান। এই সব সংস্কার যৌন নির‍্যাতনের মামলায় ক্ষতিগ্রস্থার বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে পুনরায় সুনিশ্চিত করেছে।

এগুলি শুধু মাত্র সংশোধনী নয়---এসব হল ক্ষতিগ্রস্থার জন্য বিচার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করার নিদর্শন।

আইনের উর্দক্ষেমতায়ন

আইনী সুরক্ষা দেবার পাশাপাশি আইনের উর্দে আরোও ব্যাপকতর প্রয়াস রূপে সরকার নারীদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইনী সংস্কারকে বিভিন্ন উদ্যোগের সূত্রো দিয়ে বয়ন করেছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ১২ সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে করা হযেছে ২৬ সপ্তাহ, এবং শিশুদের নারীরা যাতে কর্মস্থলে লালনকেন্দ্র বা ক্র্যাশে রেখে কাজ করতে পারেন সেজন্য সুবিধা দানের প্রয়োজনে ৫০ জনেরও বেশি অতিরিক্ত কর্মী এখন দরকার হচ্ছে। নারীরা এখন সশস্ত্র বাহিনিতে যোদ্ধার ভুমিকায় কাজ করছেন, তারা সৈনিক স্কুলে ভর্তি হতে পারছেন, অতি সম্মানজনকন্যাশানালডিফেন্সঅ্যাকাডেমি (এনডিএ)-তে প্রবেশ করছেন এবং স্থায়ীভাবে কমিশন প্রাপ্তির অধিকার অর্জন করেছে। আর এগুলি হল একদা যেসব স্থানে তাদের পা রাখারই অধিকার ছিল না তা সুগম্য করার যুগান্তকারীমাইলফলক। অন্য দিকে বৈষম্যমূলক 'তিন তালাক' প্রথার বিলুপ্তি সাধন করা হয়েছে এবং নারীরা এখন পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই হজে যেতে পারছেন তীর্থ করতে। বিচার দানের বিষয়টিকেওবিকেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। স্থাপন করা হয়েছে নারী আদালত।

আইনী মর্য়াদা সহ এক নিরাপদ, শক্তিশালী ভারত যাত্রা শুরু করেছে ২০১৪-র আগে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টিকে প্রায় বিবেচনার মধ্যেই আনা হতো না, কোনো রকম নীতি ছিল না। আজ, এই বিষয়টি প্রশাসনের স্থাপত্য হয়ে উঠেছে, এর জন্য তহবিল বরাদ্দ করা হচ্ছে , রয়েছেময়না তদন্তের হাতিয়ার এবং সানের সারির কর্মীরা।

যেহেতু আমরা অমৃত কালে প্রবেশ করেছে, তাই দিকদর্শনও পরিষ্কার: এ এক নতুন ভারত যেখানে একজন নারীও একা একাহাঁটেন না, এবং যেখানে নিরাপত্তাকে একটি সুবিধা দান বলে বিবেচনা হয় না, বরং এ হল রাষ্ট্রের ক্ষমতা বলে একটি সাংবিধানিকসুনিশ্চয়তা।

যাত্রা এখন সমাপ্ত, কিন্তু এর জন্য আমাদের অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। এবং প্রবহমান রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সামাজিক অংশীদারীত্ব এবং আইনীপ্রতিশ্রুতি সহ ভারতএখন প্রকৃতঅর্থেই নারীদের জন্য বাঁচতে, কাজ করতে ও নেতৃত্ব দিতে এক নিরাপদ স্থল হয়ে উঠেছে।

সিকিমের আদিবাসী ছাত্রদের জাতীয় মঞ্চে প্রশংসা, উৎকৃষ্ট পারফরম্যান্সে মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে

গ্যাংটক, ১৩ জুন: সিকিমের একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের দশজন ছাত্র সফলভাবে একটি মাসব্যাপী বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স সম্পন্ন করে ফেরত এসেছে। এই কোর্সটি হিমাচল প্রদেশের মানালিতে অবস্থিত অটল বিহারী বাজপেয়ী ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যালাইড স্পোর্টস -এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কোর্সটি আদিবাসী তরুণদের শারীরিক সক্ষমতা, মানসিক দৃঢ়তা এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দেশব্যাপী একটি উদ্যোগের অংশ হিসেবে পরিচালিত হয়।

১৩ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত চলা এই প্রশিক্ষণে ভারতের বিভিন্ন ইএমআরএস

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৫০ এরও বেশি ছাত্র অংশগ্রহণ করেছিল। সিকিম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিল ১০ জন ছাত্র ও একজন শিক্ষক। দলের সদস্যদের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র তশীতেজ লিমবু শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে সম্মানিত হন, যা সিকিম দলকে জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ পরিচিতি এনে দিয়েছে।

এই কোর্সে প্রধানত রক ক্লাইম্বিং, দড়ি কাজ, বেঁচে থাকার কৌশল এবং উচ্চপর্বতের ট্রেকিং-এর মত মৌলিক দক্ষতা শেখানো হয়। কঠোর শারীরিক ও মানসিক চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে ছাত্রদের নিজেদের সীমা পরীক্ষা করতে এবং দলগত সমন্বয় গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়।

এটি ইএমআরএস সিকিমের তরফ থেকে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের ধারাবাহিক তৃতীয় বছর, যা তাদের দৃঢ় পারফরম্যান্স ও অংশগ্রহণের ধারাকে আরও প্রমাণিত করে।

১০ জুন সিকিমে ফিরে আসা ছাত্রদের এই সাফল্য নিয়ে রাজ্যের সমাজকল্যাণ দপ্তরের কর্মকর্তারা আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন, "এই ধরনের লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি আদিবাসী যুবকদের আত্মবিশ্বাস, অভিযোজন ক্ষমতা ও বৃহত্তর উচ্চাকাঙ্ক্ষা গড়ে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।"

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি, গোমতী ডিস্ট্রিক্ট ব্রাঞ্চের মাননীয় আজীবন (লাইফ মেম্বার) সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে , ইউনিফর্ম রুলস অফ ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি নিয়ম অনুসারে আগামী ২৭শে জুন ২০২৫ ইং শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিট সময়, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর,গোমতী ,ত্রিপুরা কনফারেন্স হল ঘরে নতুন বোর্ড অব ডিরেক্টর(এক্সিকিউটিভ কমিটি)গঠন করা হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইয়া নতুন কমিটি গঠনে সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে সভার কার্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সকল সদস্য/সদস্যাগণকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হইতেছে।

ইতি - ১৪/০৬/২০২৫ ইং

অনুমত্যানুসারে -
(শ্রী সুকুমার দাস)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি
গোমতী জেলা শাখা

সন্ধান চাই

Ref- Amtali PS GD Entry No. 10– dated 12.06.2025

পাশের ছবিটি শ্রী দীপক দাস, পিতা- শ্রী দিনেশ দাস, সাং- নেপালি পাড়া, ওয়ার্ড নাম্বার- ৩, মলয়নগর, থানা- আমতলী, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স- ৪২ বছর, উচ্চতা- ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, শরীরের গঠন- স্বাস্থ্যবান, মুখমন্ডল- লম্বা আকৃতির, পরনে হলুদ রঙের গেঞ্জি এবং ধূসর রং এর প্যান্ট, পেশা- একজন ড্রাইভার, গত ০৯-০৬-২০২৫ ইং তারিখ আনুমানিক সকাল ৯.৩০ মিনিটে আমতলী থানাধীন কাঠালতলী, মায়া বেকারীতে যান। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে বাড়ি ফিরে আসেনি। অনেক খোঁজাখুজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত পুরুষ ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল :

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬

ICA/D-379/25

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি সেবিকা মালাকার (২৪) পিতা শ্রী রণজয় মালাকার সাং-গঙ্গানগর, থানা-ফটিকরয়, উনকোটি ত্রিপুরা। গত ০৩.০৬.২০২৫ ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনা:- বয়স ২৪ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট, গায়ের রং-ফর্সা, মুখমণ্ডল-গুলাকার, চুল- কালো পরনে শাড়ি। ফটিকরয় থানার জি. ডি. ই নাম্বার ১৬ তারিখ ০৭.০৬.২৫ উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা:-

১। এস পি উনকোটি কৈলাশহর ফোন নং -- ০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং — ৯৭৭৪৩৩৯৮৫৯
৩। ওসি ফটিকরয় থানা ফোন নং - ৭০০৫৫৪৩৪৯৫

ICA/D-376/25

E-Tender for procurement of medicines (Rate contract) at AGMC & GBP Hospital, Agartala for the year 2025-26.

A Tender is hereby invited on behalf of the Medical Superintendent & HOD, AGMC& GBP Hospital, Agartala from resourceful, experienced bonafide renowned licensed Manufacturers or their Authorized distributor/supplier for "procurement of medicines (rate contract) at AGMC & GBP Hospital, Agartala for the year 2025-26."

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online is ../..../2025 up to 5:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal. So, bidders are requested to update themselves from the e procurement web portal only.

ICA/C/1012/25

Medical Superintendent' & HOD AGMC & GBP Hospital, Agartala

Notice inviting e- tender
PNIe-T-08/EE/RD/BSGD/SPJ/2025-26/ dt. 11/06/2025

The Executive Engineer, R.D. Bishramganj Division, Bishramganj, Sepahijala District, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' Percentage rate two bid system e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00 P.M. on 25/06/2025 for 3 (Three) no electrification works.

Eligible bidders shall participate in bidding only in only online through website https://tripuratenders.gov.in. Pre-Bid Conference: Date: 18.06.2025 Time: 11.00 AM in the chamber of the Executive Engineer, RD Bishramganj Division. For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com.

ICA/C/1000/25

(Er. Samarendra Debbarma)
Executive Engineer
R.D. Bishramganj Division Bishramganj, Sepahijala District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. EE-IED/AGT/20/2025-26 dated 11-06-2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms /Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD /Railway / Other State PWD up to 3.00 P.M. on 20/06/2025 for the following work:-

No.	Name of work	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME OF COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF BIDDER
1	DNIT No: EE-IED/AGT/22/2025-26	₹ 345,844.00	₹ 6,917.00	10 (ten) days	Up to 14.00 Hrs on 19/06/2025	At 15.30 Hrs on 20/06/2025	Office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Agartala West Tripura	Appropriate Class

Details of the SPNIT can be seen at Internal Electrification Division, Agartala during office hour.

ICA/C/2003/25

(DHRUBAPADA DEBNATH)
Executive Engineer, Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
M: 9436925870

SHORT NOTICE INVITING e-TENDER NO. 04/EE(AGRI)/S/2025-26.

SL. NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY (BOTH ONLINE TRANSACTION & E-BG IS ALLOWED)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND submission	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID
1	Development of infrastructure facilities at Battali Market under Satchand Agri Sub-division, South Tripura District under RIDF XXVIII during the year 2023-24. /S.H:- Providing Internal Electrification 26/EE/AGRI/SOUTH/2025-26	Rs. 16,02,748.00	Rs. 32,055.00	30 days	Up to 04.00. P.M. on 17/06/2025	At 11.00 AM on 18/06/2025
2	Development of Infrastructure Facilities at Battala Market under Satchand Agri. Sub-Division. S.H:-Installation of 2 (Two) Nos. Small Bore Deep Tube Well (150 mm x 100 mm) Size for irrigation fitted with 2 Hp Submersible pump set having capacity 2000 GPH at 40 mtr. head in/c laying distribution pipe line during 2025-26 27/EE/AGRI/SOUTH/2025-26	Rs. 4,91,740.00	Rs. 9,835.00	25 days		

ICA/C-1006/25

(Er. D. Jamatia)
Executive Engineer (South)
Department of Agriculture & Farmers Welfare South, Udaipur.

কাজের সন্ধান

কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরির লক্ষ্যে বীমায় ৫০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে এপ্রেন্টিস পদে ৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে। এককথায়, কেন্দ্রীয় বীমা অর্থাৎ নিউইন্ডিয়া এ.সি.এল-এ এপ্রেন্টিস বা শিক্ষানবীশ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক/ বিবিএ ... যে-কোনও গ্র্যাজুয়েট, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ জুনে (সম্ভাব্য), কেন্দ্র গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এন আই এ সি বা নিউ ইন্ডিয়া অ্যাস্যুরেন্সে চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্ত হতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ১-৬-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। এসসি/এসটিদের জন্য ৩৫ বছর, ওবিসিদের জন্য ৩৩ বছর এবং প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ৪০ বছর, অর্থাৎ যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সম্পন্ন, শ্রবণ-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্ত প্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ৫০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ৬১টি, এসটিদের জন্য ৩০টি, ওবিসিদের জন্য ১১০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৩৯টি এবং অসংরক্ষিত ২৬০টি। এর মধ্যে আবার ৪০টি পদ রয়েছে শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে। যোগ্যতা - বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিই/ বিসিএ ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ। অধিকনম্বরে অগ্রাধিকার থাকবে। এসসি/ এসটি / শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের নম্বরের ক্ষেত্রে আবার কিছু ছাড় রয়েছে।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২০ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই, লেফট থাম্ব ইম্প্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সিস্টেমে তথ্য ওঠার পর ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পদ্ধতায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। (নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০টি এমসিকিউ প্রশ্ন, মোট নম্বর ১০০, সময় ১ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। প্রত্যেকটি অংশে পাশ করতে হবে (অন্তত ৪০ শতাংশ, তফশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ নম্বর)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে গুয়াহাটিতে। কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা, সম্ভাব্য তারিখ ২৬ জুন। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * রাজ্য সরকারের অধীনে নির্দিষ্ট মিশনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার** ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **এনডিএ, এনএ-টু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে **ডিফেন্স সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **রিলেশনশিপ ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ফিনান্স সেক্টর বীমা সংস্থায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ জুনে (সম্ভাব্য), কেন্দ্র গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজার, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি ও পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ৩৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪,৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ২,৪০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি/ পিজি ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোস্ট গার্ডে **নাবিক, যান্ত্রিক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৩০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি যে-কোনও পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্যে ডিআইইটি-তে **লেকচারার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্যে জেলা আদালত সমূহে **স্টেনোগ্রাফার, এলডিসি, ড্রাইভার, গ্রুপ-ডি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন, উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কীপার, সুপারভাইজার, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, ডিইও, সোশ্যাল ওয়ার্কার, কাউন্সেলর, এমপিডব্লিও, নার্স, পিওন, ড্রাইভার (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ৮৩৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম পাশ থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এনডিএ, এনএ-টু (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **ডিফেন্স সার্ভিস (ইউপিএসসি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট, বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
লিখিত পরীক্ষা ১৪ সেপ্টেম্বরে, আগরতলা সহ সারা দেশে।

* পদের নাম ঃ **বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **রিলেশনশিপ ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২৫-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুন,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র এবং দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (বীমা, ফিনান্স সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা ২৬ জুনে (সম্ভাব্য), কেন্দ্র গুয়াহাটির মতো বড় শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অফিসার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি ও পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, প্রজেক্ট ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ৩৫-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুন,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (স্বাস্থ্য দপ্তর, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন,
বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৪,৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এমটিএস, অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার (কেন্দ্রীয় সরকার),**
এসএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ২,৪০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক/ উচ্চমাধ্যমিক/ ডিগ্রি/ পিজি ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুন,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৪ জুলাই থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নাবিক, যান্ত্রিক (কোস্ট গার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৩০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা ইত্যাদি যে-কোনও পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন,
কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লেকচারার (ডি.আই.ই.টি, ত্রিপুরা),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫০ শতাংশ নম্বর সহ নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ জুন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্টেনোগ্রাফার, এলডিসি, ড্রাইভার, গ্রুপ-ডি (কোর্ট, ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জুন,
উপযুক্ত প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে ১০০ নার্সিং অফিসার নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা জিএনএম/ বিএসসি নার্সিং/ পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিংপাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুন, বাছাইকৃতদের মৌখিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তবে দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে। এককথায়, ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। এই চাকরি সমূহ সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য অধিকর্তার কার্যালয়ের অধীনে, তবে ১১ মাসের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় সম্পূর্ণ চুক্তিভিত্তিক। রাজ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে নার্সিং অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অন্যান্য শর্তবলীর পাশাপাশি, ০৩-০৬-২০২৫ তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা ১৮-৪০ বছর থাকলে অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এফ. ২(১-২৫৬) / ডিএইচএস/ ইএসটিটি/ ২০২২, তারিখ ৩ জুন, ২০২৫।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২১ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন একাধিকবার পর্যন্ত। অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ইন্টারভিউ বা মৌখিক পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে এপিআই-এর ভিত্তিতে বাছাইকৃতদে মৌখিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। মোট নম্বর ১০০। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। মৌখিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হতে পারে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। বাংলা অথবা ককবরক ভাষা জানতে হবে। দরখাস্তের ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর জন্য ডাকা হবে। নিয়োগ হবে পুরোপুরি মেরিট ভিত্তিতে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এই রকম — মোট ১০০টি শূন্যপদের মধ্যে এসসিদের জন্য ১৭টি, এসটিদের জন্য ৩১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, অসংরক্ষিত পদ ৫২টি। মোট ১০০টি পদের মধ্যে আবার ২টি পদ (১টি এসটি, ১টি অসংরক্ষিত) রয়েছে এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য। সামগ্রিক হিসেবে ৩৫টি পদ মহিলা প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে এসসিদের জন্য ৬টি, এসটিদের জন্য ১১টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, অসংরক্ষিত পদ ১৮টি। ৪টি পদ রয়েছে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটে এঁদের বিজ্ঞপ্তিতে।

আগরতলায় কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৪৫০০ এপ্রেন্টিস

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ব্যাঙ্কে চাকরির লক্ষ্যে বিশেষ করে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় নিয়োগের লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তির জন্য সারা দেশ জুড়েই বেশ কিছু পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। উচ্চশিক্ষিত কর্মপ্রার্থীদের জন্য এটি একটি দারুন সুযোগ বলা যায়। অনলাইনে আবেদন, অনলাইনে পরীক্ষা। সিবিআই অর্থাৎ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় এপ্রেন্টিসপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৪৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ জুন, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে। নির্দিষ্ট তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। তবে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় চাকরির লক্ষ্যে এপ্রেন্টিস পদে নিযুক্তি পেতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৩-০৬-২০২৫-এ ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি, প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী, ইত্যাদি যাঁরা বয়সের ক্ষেত্রে বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন মোট শূন্যপদ ৪৫০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৬৮৮টি, এসটি'র জন্য ৩৮২টি, ওবিসি'র জন্য ১০৩৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য ৪৫০টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১৯৪৪টি পদ অসংরক্ষিত। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ১৮০টি পদ। পদের নাম, পদের সংখ্যা, আবশ্যকীয় যোগ্যতা, কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

শূন্যপদগুলো হলো ঃ—
ক্রমিক নং ১ ঃ পদের নাম ঃ এপ্রেন্টিস। শূন্যপদ ৪৫০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা - যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিই/ বিটেক/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। বয়স - ২০ থেকে ২৮ বছর। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে।

উল্লেখ্য, আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে বয়স, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থী বাছাই করা হবে অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে। সফল প্রার্থীদের চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য পরবর্তী সময়ে ইন্টারভিউতে ডাকা হবে। এককথায়, প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। সারা দেশ জুড়ে প্রায় প্রতিটি শহরেই পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। নিজ নিজ পছন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে চাইলে তা আগে থেকে ফর্ম ফিলামের সময় তা উল্লেখ করে দিতে হবে।পরীক্ষার তারিখ স্থির হয়নি। যথাসময়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে আগস্ট মাসের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সপ্তাহে পরীক্ষা নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এডমিট কার্ড বা কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ২৩ জুনের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৩ জুন। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, স্বাক্ষর, বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ ও হাতের লেখা ডিক্লারেশন ইত্যাদি স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে, (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, সইয়ের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে ফোনে অথবা হোয়াটস্অ্যাপে ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে যোগাযোগ করে সহযোগিতা নিতে পারেন। প্রয়োজনে 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট এবং রিসিপ্ট কপি নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান ইত্যাদি।

প্রার্থীবাছাই হবে অনলাইনে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে। অনলাইনে পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ ধরনের। ১০০টি এমসিকিউ প্রশ্ন, মোট নম্বর ১০০, সময় ১ ঘন্টা। বিষয়গুলি পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং থাকবে। জেনারেল ইংলিশ অংশটুকু ছাড়া প্রশ্ন হবে ইংরিজি/ হিন্দিতে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে আগরতলায়। পরীক্ষার নির্দিষ্ট স্থানকাল ও তারিখ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারে বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষার ৭ দিন আগে। নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

শুক্রবার মেয়র দীপক মজুমদার জলাশয় পুর্ননবিকরণের জন্য এক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

আসামের শিবসাগরে ওএনজিসি-র কূপে ব্লোআউট দ্বিতীয় দিনেও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গ্যাস নির্গমন চলছে

শিবসাগর, ১৩ জুন: আসামের শিবসাগর জেলার রুদ্রসাগর তেলক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত মহারত্ন সংস্থা ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন-এর একটি কূপে গতকাল (বৃহস্পতিবার) ব্লোআউট ঘটার পর দ্বিতীয় দিনেও (শুক্রবার) অনিয়ন্ত্রিতভাবে গ্যাস নির্গমন অব্যাহত রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভাটিয়াপাড়ায় অবস্থিত রিগ নম্বর এসকেপি ১৩৫-এর ওয়েল নম্বর আরডিএস ১৪৭-এ এই ব্লোআউটের ঘটনা ঘটে। ওই কূপটি একটি পুরনো, অপ্রচলিত তেলকূপ এবং সেবার কাজ চলাকালীন দুর্ঘটনাটি ঘটে। এসকে পেট্রো সার্ভিসেস নামে একটি বেসরকারি সংস্থা ওএনজিসি-র পক্ষে কূপটি পরিচালনা করছিল।

ওএনজিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সার্ভিসিং অপারেশনের সময় হঠাৎ করেই গ্যাস নির্গমন শুরু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যান্ডার্ড সেফটি প্রটোকল কার্যকর করা হয়। দ্রুতই ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী এবং ওএনজিসি -র জরুরি প্রতিক্রিয়া দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সংস্থা জানিয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে থাকলেও গ্যাস নির্গমন এখনো চলছে।

ওএনজিসি আরও জানিয়েছে যে, এই কূপে 'লগিং পারফোরেশন' অর্থাৎ নতুন উৎপাদন অঞ্চল চালুর উদ্দেশ্যে ছিদ্রকরণ কাজ চলছিল। এই সময় হঠাৎ গ্যাস অনিয়ন্ত্রিতভাবে বের হতে শুরু করে, যার ফলেই ব্লোআউট ঘটে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো অগ্নিকাণ্ড বা আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেনি বলে নিশ্চিত করেছে ওএনজিসি, তবে "ওয়েল কিলিং" অপারেশন চলছে, অর্থাৎ নির্গমন বন্ধ করে কূপটিকে নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ জোরকদমে এগোচ্ছে। এদিকে, বিস্ফোরণের আশঙ্কায় আশপাশের এলাকার কিছু স্থানীয় বাসিন্দা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গিয়েছেন।

ওএনজিসি -র এক আধিকারিক জানান, ঘটনাটির মূল কারণ অনুসন্ধানে একটি বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ দল ও প্রযুক্তিগত সহায়তাকারীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা সর্বোচ্চ অপারেশনাল সেফটি, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই ঘটনা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের স্মৃতিতে ২০২০ সালের বাঘজান (তিনসুকিয়া জেলা) গ্যাস কূপ দুর্ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে, যেখানে অয়েল -এর একটি কূপে ১৭৩ দিন ধরে অনিয়ন্ত্রিত গ্যাস নির্গমন এবং পরে অগ্নিকাণ্ডে তিনজন কর্মীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনা বহু সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নভেম্বর ১৫, ২০২০-তে নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং ডিসেম্বর ৩-এ কূপটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

শিবসাগরের এই বর্তমান ঘটনাটি পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসন এবং ওএনজিসি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখছে ও নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ধুবরিতে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি, মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি: 'নবীন বাংলা'র নামে উসকানিমূলক প্রচার, গরুর মাথা নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা, 'শুট অ্যাট সাইট' নির্দেশ

ধুবরি, ১৩ জুন: আসাম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুক্রবার ধুবরি জেলার সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে "চরম উদ্বেগজনক" বলে উল্লেখ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই ঘটনার পেছনে সুপরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর ষড়যন্ত্র কাজ করছে, যার যোগসূত্র রয়েছে প্রতিবেশী দেশের মৌলবাদী শক্তির সঙ্গে।

এক্স-এ একটি বিস্তারিত পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বকর ঈদের পরদিন ধুবরির একটি হনুমান মন্দিরের সামনে গরুর কাটা মাথা ফেলে রেখে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়। যদিও দুই সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও শান্তি কমিটির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে, পরদিন ফের একই স্থানে আরেকটি গরুর মাথা রেখে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও উস্কে দেওয়া হয়। এরপরে কিছু এলাকায় পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী এক বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশ করে বলেন, ঈদের আগের দিন 'নবীন বাংলা' নামে একটি সংগঠনের নামে উসকানিমূলক কবিতা ও ধুবরিকে বাংলাদেশে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি-সংবলিত তিনটি পোস্টার শহরের বিভিন্ন স্থানে লাগানো হয়। এমনকি এর মধ্যে একটি পোস্টার সেনাবাহিনীর সিগন্যাল অবকাঠামোর ওপরেও সাঁটানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ধুবরিতে একটি মৌলবাদী গোষ্ঠী সক্রিয় হয়েছে যারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে না। আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তিকে নির্মূল করব।" মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজ সকাল ১১টা নাগাদ ধুবরিতে পৌঁছে সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে জরুরি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি ঘোষণা করেন, "ধুবরিতে আজ রাত থেকে শুট অ্যাট সাইট নির্দেশ কার্যকর হবে। পাথর ছোড়া বা যেকোনো বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।"

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া হুঁশিয়ারি: "ধুবরিকে বাংলাদেশি মৌলবাদী শক্তির নিশানা হতে দেব না। এ রাজ্যে ধর্মীয় বিভাজনের কোনো জায়গা নেই।" তিনি আরও বলেন, অপরাধে যুক্ত সমস্ত দাগি দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যেই ধুবরি শহর ও আশপাশের এলাকায় উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে, মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী। সাধারণ মানুষকে শান্তি বজায় রাখার এবং গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ৪ ডলারের বেশি বৃদ্ধি

তেহরান , ১৩ জুন : ইরানের ওপর ইসরায়েলের লক্ষ্যভিত্তিক সামরিক অভিযানের পর পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক তেল বাজারে, যেখানে অপরিশোধিত তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ৪ ডলারেরও বেশি বেড়ে গেছে। এটি গত পাঁচ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ বৃদ্ধি বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ৫.৩ু বেড়ে ৭৩.০৫ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছায়, যা দিনের এক পর্যায়ে ৭৮.৫০ ডলার পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। অপরদিকে, ডব্লিউটিআই ক্রুড তেলের দাম ৫.৪ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ৭১.৭১ ডলার প্রতি ব্যারেলে পৌঁছায়। পরবর্তীতে লন্ডন সময় দুপুর ১২:২৫-এ আগস্ট ডেলিভারির ব্রেন্ট ফিউচারস ৭.৭ু বাড়ে, যা দাঁড়ায় ৭৪.৬৫ ডলারে। জুলাই মেয়াদের ডব্লিউটিআই কন্ট্রাক্ট ছিল ৮ু বৃদ্ধি নিয়ে ৭৩.৫২ ডলারে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জানান, ইরানের পারমাণবিক ও ব্যালিস্টিক মিসাইল কর্মসূচিকে লক্ষ্য করে "টার্গেটেড মিলিটারি অপারেশন" চালানো হয়েছে। এই অভিযানে নাতাঞ্জে অবস্থিত ইরানের প্রধান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র, শীর্ষ পারমাণবিক বিজ্ঞানী এবং ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির মূল কেন্দ্র লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।নেতানিয়াহু বলেন, "এই অভিযান যতদিন প্রয়োজন চলবে, যতক্ষণ না এই হুমকি পুরোপুরি নির্মূল হয়।"এই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে নাতাঞ্জ কেন্দ্রে বিকিরণ মাত্রা স্বাভাবিক ছিল এবং ইসফাহান পারমাণবিক স্থাপনার কোনো ক্ষতি হয়নি।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এক বিবৃতিতে জানান, ইসরায়েল একক সিদ্ধান্তে এই হামলা চালিয়েছে এবং এতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভূমিকা নেই। তিনি বলেন, "আমাদের শীর্ষ অগ্রাধিকার হল পশ্চিম এশিয়ায় মোতায়েন মার্কিন বাহিনীকে সুরক্ষা দেওয়া। ইসরায়েল আমাদের জানিয়েছে যে, তাদের আত্মরক্ষার জন্য এই অভিযান প্রয়োজনীয় ছিল।"

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই হামলার জবাবে ইরান ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্রের কোনো লক্ষ্যবস্তুতে পাল্টা হামলা চালাতে পারে, যার ফলে উত্তেজনা আরও বেড়ে গিয়ে জ্বালানি সরবরাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে। এপ্রিল মাসে ইরান দৈনিক ৩.৩০৫ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করেছে বলে ওপেক-এর মে মাসের মাসিক রিপোর্ট জানিয়েছে।

আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা জানিয়েছে, তাদের জরুরি তেল মজুদ ব্যবস্থায় ১.২ বিলিয়ন ব্যারেল তেল মজুত রয়েছে এবং পরিস্থিতি খারাপ হলে তারা তা ব্যবহার করতে প্রস্তুত। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ফাতিহ বিয়রল বলেন, "তেল বাজারের উপর ইসরায়েল-ইরান পরিস্থিতির প্রভাব আইইএ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বর্তমান বাজারে সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলেও প্রয়োজনে আমরা ব্যবস্থা নিতে প্রস্তুত আছি।"

তেল বাজারে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হচ্ছে ইরানের সম্ভাব্য প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ এবং তেল রপ্তানিকারক অন্যান্য রাষ্ট্রের সংঘাতে জড়িয়ে পড়া, যা বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহে বড় রকমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

নয়াদিল্লি/আহমেদাবাদ, ১৩ জুন : আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় বহু মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি। আজ তিনি দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিক ও জরুরি পরিষেবা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

প্রধানমন্ত্রী মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, "এই আকস্মিক ও হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় এতগুলি প্রাণহানি আমাদের স্তব্ধ করে দিয়েছে। এই শোক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা শোকাহত পরিবারের পাশে আছি। তাদের বেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। এই শূন্যতা বহু বছর ধরে অনুভূত হবে। ওম শান্তি।'

তিনি আরও জানান, "আজ আহমেদাবাদের দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য হৃদয়বিদারক। উদ্ধারকাজে যুক্ত বিভিন্ন দল ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমাদের ভাবনা ও সহানুভূতি সদা বজায় থাকবে।"

দুর্ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী একাধিক পোস্টে এক্স-এ এই শোকবার্তা প্রদান করেন। ঘটনাস্থলে তাঁর উপস্থিতি এবং তৎপরতার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলেও জানান প্রশাসনিক সূত্র। দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে সহায়তা এবং আহতদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে।

ভারত-মঙ্গোলিয়া যৌথ সামরিক মহড়া 'নোমাডিক এলিফ্যান্ট'-এর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা সচিবের উপস্থিতি

উলানবাটোরে মহড়ার সফল সমাপ্তি; ভারতীয় সেনার পেশাদারিত্বে মুগ্ধ মঙ্গোলিয়া

উলানবাটোর, ১৩ জুন: ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যকার যৌথ সামরিক মহড়া 'নোমাডিক এলিফ্যান্ট'-এর ১৭তম সংস্করণ আজ মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটোরে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মহড়ার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিংহ, সঙ্গে ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পুষ্পেন্দ্র সিংহ, ডিরেক্টর জেনারেল (অপারেশনাল লজিস্টিকস অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক মুভমেন্ট)।

এই দুই সপ্তাহব্যাপী যৌথ মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৫ জনের একটি দল অংশ নেয়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন অরুণাচল স্কাউটস ব্যাটালিয়নের সদস্য। মহড়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল আধা-নগর এবং পার্বত্য অঞ্চলে জাতিসংঘের ম্যান্ডেট অনুযায়ী যৌথ টাস্ক ফোর্স হিসেবে কাজ করার সময় ভারতীয় ও মঙ্গোলিয়ান বাহিনীর মধ্যে ইন্টারঅপারেবিলিটি বা যৌথ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিরক্ষা সচিব শ্রী রাজেশ কুমার সিংহ ভারতীয় সেনাদের পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "এই মহড়া ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব, পারস্পরিক আস্থা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিফলন। এটি কেবল একটি সামরিক মহড়া নয়, বরং দুই দেশের মধ্যে অর্থবহ সামরিক সহযোগিতার একটি মঞ্চ।"

তিনি আরও বলেন, "ভারতীয় সেনার এই ধরনের যৌথ উদ্যোগে অংশগ্রহণ শুধু সামরিক প্রস্তুতি নয়, বরং বিশ্ব শান্তি রক্ষায় ভারতের দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রতিফলন।" প্রতিরক্ষা সচিব আগামীকাল একই স্থানে শুরু হতে চলা বহুজাতিক যৌথ সামরিক মহড়া 'খান কোয়েস্ট ২০২৫'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য, এই মহড়ায় ভারতীয় সেনাবাহিনীও অংশগ্রহণ করছে। ১৪ জুন থেকে ২৮ জুন ২০২৫ পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক মহড়া।

'নোমাডিক এলিফ্যান্ট' ও 'খান কোয়েস্ট'-এর সাফল্য ভারত ও মঙ্গোলিয়ার মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা কূটনীতি ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এর মাধ্যমে আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং পারস্পরিক সামরিক বোঝাপড়ার আরও সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠছে।

"যোগা কানেক্ট ২০২৫": "এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য"-র বার্তা নিয়ে আগামীকাল থেকে নিউ দিল্লিতে শুরু হচ্ছে গ্লোবাল যোগা সামিট

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন: আগামীকাল, ১৪ই জুন ২০২৫, রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'যোগা কানেক্ট ২০২৫' — একটি হাইব্রিড গ্লোবাল সামিট, যার মূল প্রতিপাদ্য 'এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য'। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের ১১তম সংস্করণের প্রস্তুতিস্বরূপ আয়োজিত এই সম্মেলনের উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রক। সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন যোগা অ্যান্ড ন্যাচারোপ্যাথি এই সম্মেলনের মূল সমন্বয়কারী সংস্থা।

এই সামিটে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় ১,০০০ জন অংশগ্রহণকারী সরাসরি উপস্থিত থাকবেন, সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেবেন বহু আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিষ্ঠান, ওয়েলনেস কমিউনিটি এবং গবেষণা সংস্থার প্রতিনিধিরা। বাহরাইন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও দক্ষিণ কোরিয়াসহ একাধিক দেশের বিশেষজ্ঞরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন, যাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। এই বৈশ্বিক উপস্থিতি ভারতের যোগা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও নেতৃত্বকে পুনরায় সামনে তুলে ধরবে।

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল 'যোগ প্রভাব' শীর্ষক একটি গবেষণা রিপোর্টের প্রকাশ। সিসিআরওয়াইএন কর্তৃক পরিচালিত এই দশকব্যাপী মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের সার্বিক প্রভাব, প্রসার এবং কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষক, স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ ও নীতিনির্ধারকদের কাছে এই রিপোর্ট বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

এছাড়াও, সম্মেলনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের উপস্থাপনাও করা হবে: "ডাকাডাল ইমপ্যাক্ট অফ যোগা" নামক ই-বুক, "সায়েন্টোমেট্রিক এনালাইসিস অফ যোগা রিসার্চ" রিপোর্ট এবং "ভারতীয় বৃক্ষ ভাইভাবম" শীর্ষক সচিত্র বুকলেট, যা ভারতের দেশীয় বৃক্ষের গুরুত্ব তুলে ধরবে।

সম্মেলনে বিভিন্ন থিমেটিক সেশন অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে আলোচনার বিষয় হবে: অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে যোগা, সাধারণ যোগা প্রটোকলের উপর গবেষণা ও প্রভাব বিশ্লেষণ, প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগা, সকলের জন্য যোগা দর্শন, নারীদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যোগার প্রয়োগ, এবং যোগা সংক্রান্ত বাণিজ্য ও শিল্পের সম্ভাবনা।

এই সামিটে উপস্থিত থাকবেন দেশের খ্যাতনামা যোগগুরুদের মধ্যে স্বামী বাবা রামদেবজি, আচার্য বালকৃষ্ণজি, এইচ.আর. নাগেন্দ্রজি, ভিক্ষু সংঘসেনজি এবং শ্রী ভারত ভূষণজি। 'যোগা কানেক্ট' ভারতের যোগা আন্দোলনের দশ বছর পূর্তিতে এক ঐতিহাসিক উদযাপন। ২০১৪ সালে জাতিসংঘ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস হিসেবে ঘোষণা করার পর থেকে ভারত বিশ্বের কাছে যোগার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে সুস্থতা,

প্রাক্তন গুজরাট মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানির অকাল প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রীর শোকপ্রকাশ

নিউ দিল্লি/আহমেদাবাদ, ১৩ জুন: প্রাক্তন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিজয় রূপানি আহমেদাবাদে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী।

এক্স-এ পোস্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "শ্রী বিজয়ভাই রূপানি জির পরিবারকে সাক্ষাৎ করলাম। এটা ভাবাই যায় না যে বিজয়ভাই আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা বহু দশক ধরে একসঙ্গে কাজ করেছি। তিনি অত্যন্ত নম্র, পরিশ্রমী ও পার্টির আদর্শে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। নানা দায়িত্বে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদেও সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।"

প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেন, "রাজকোট মিউনিসিপাল কর্পোরেশন থেকে শুরু করে রাজ্যসভা সাংসদ, গুজরাট বিজেপির সভাপতি, রাজ্য সরকারের মন্ত্রী হিসেবে তিনি যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন, তা অতুলনীয়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়কালে গুজরাটের উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়, বিশেষ করে নাগরিক জীবনে সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।"

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, "তাঁর সঙ্গে বহু স্মরণীয় মুহূর্ত রয়েছে, যা আমি চিরকাল মনে রাখব। এই শোকের সময়ে আমি তাঁর পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

গভীর শোক ও উদ্বেগের আবহে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ আহমেদাবাদে যান। সেখানে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি আহতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। আহতদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র জীবিত উদ্ধারকৃত যাত্রীও।

এক্স-এ পৃথক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "আহমেদাবাদের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার পর আহতদের, যার মধ্যে একমাত্র জীবিত যাত্রীও রয়েছেন, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। এই কঠিন সময়ে আমরা তাঁদের ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আছি। সমগ্র জাতি তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছে।"

পরবর্তী পর্যায়ে, প্রধানমন্ত্রী আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি উদ্ধার ও ত্রাণ কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

এরপর প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান এবং সেখানে চলমান উদ্ধার কার্যক্রমে নিযুক্ত দলগুলির সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, "আহমেদাবাদের এই বিমান দুর্ঘটনা আমাদের সকলকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। এতগুলো প্রাণ এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া বেদনাদায়ক। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে আছি। তাঁদের বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই শূন্যতা বহুদিন অনুভূত হবে। ওম শান্তি।"

এক্সে আরও এক পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলাম। ধ্বংসের দৃশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক। উদ্ধার কাজে নিয়োজিত দলগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমরা তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছি।"

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গোটা দেশ শোকস্তব্ধ, এবং জাতি একযোগে প্রার্থনা করছে নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রমন্ত্রী ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত পুদুচেরিতে সফর করবেন

পুদুচেরি, ১৩ জুন: ভারতের উপ-রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জগদীপ ধনখড় ২০২৫ সালের ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত পুদুচেরি সফর করবেন।

সফরের দ্বিতীয় দিনে, ১৬ জুন, উপ-রাষ্ট্রপতি জওহরলাল ইনস্টিটিউট অব পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ আয়োজিত 'দেশ গঠনে পরিবেশগত স্থায়িত্ব' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন।

শুক্রবার কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

ধর্মনগর স্টেশনে আইনশৃঙ্খলার বড়সড় ভাঙন

পুলিশের চোখের সামনেই পালাল কুখ্যাত মাদক কারবারি, যাত্রীদের তৎপরতায় ফের গ্রেপ্তার

আগরতলা, ১৩ জুন : ধর্মনগর রেলস্টেশনে শুক্রবার ঘটে গেল এক রীতিমতো চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পুলিশী হেফাজত থেকে পালিয়ে গেল এক কুখ্যাত মাদক চক্রের সদস্য। যদিও সাধারণ যাত্রীদের তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতায় ধরা পড়ে যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি, কিন্তু প্রশ্ন উঠছে রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে।

সূত্র অনুযায়ী, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শিলচর-আগরতলা যাত্রীবাহী ট্রেনে অভিযান চালিয়ে গোয়েন্দা দপ্তরের আধিকারিকেরা গ্রেপ্তার করেন মোহাম্মদ সোহাগ (২১)। সে সোনামুড়ার আড়ালিয়া এলাকার বাসিন্দা ও পেশাদার মাদক কারবারিকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট, যার বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

ধৃতকে ধর্মনগর রেল পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটে চমকপ্রদ ঘটনা অভিযুক্ত সোহাগ পুলিশি হেফাজত থেকেই কৌশলে পালিয়ে যায়। মুহূর্তে রেলস্টেশনে ছড়ায় চাঞ্চল্য।

তবে সৌভাগ্যবশত, উপস্থিত যাত্রীরা বিষয়টি লক্ষ্য করে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখান এবং অভিযুক্তকে ফের পাকড়াও করতে সক্ষম হন। সাধারণ যাত্রীদের এই সাহসিকতা যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি পুলিশের গাফিলতিও সমানভাবে উদ্বেগজনক।

ঘটনার পর থেকেই শুরু হয়েছে তদন্ত, তবে ধর্মনগর জিআরপি থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা গণমাধ্যমের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে অনীহা প্রকাশ করছেন। দায় এড়ানোর প্রবণতা এবং অস্পষ্ট বক্তব্য থেকে বাড়ছে সন্দেহ এই ঘটনার আড়ালে কি আরও কোনো বড় ষড়যন্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, বলে প্রশ্ন উঠেছে।

ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযান, ১৫ জুন দক্ষিণ জেলাভিত্তিক জনসচেতনতা প্রশাসনিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৩ জুন: ধরতি আবা জনজাতি উৎকর্ষ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৫ জুন ঋষ্যমুখ ব্লকের রতনপুর ভিলেজ কমিউনিটি হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক এক জনসচেতনতা ও প্রশাসনিক শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কার্য্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জেলাশাসক মোহম্মদ সাজ্জাদ পি। তিনি বলেন, সারা রাজ্যের সাথে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত ভিলেজে আগামী ১৫ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত ধরতি আবা জনভাগিদারি অভিযানে প্রচারাভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি এই প্রকল্পের সুবিধা প্রতিটি ভিলেজের জনজাতি অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক শিবিরও অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে জনজাতি অংশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের সার্টিফিকেট প্রদান সহ সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অবহিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মোট ৫৯টি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে। এই সকল এলাকার নাগরিকদের সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে জেলার অন্তর্গত প্রতিটি দপ্তরকে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া পথ নাটক, চিত্র নাট্য, ফুটবল ম্যাচ ইত্যাদির মাধ্যমেও জেলা জুড়ে প্রচারাভিযান চালানো হবে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এই সমস্ত শিবিরের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য জেলার সকল জনজাতি অংশের মানুষের কাছে আবেদন রাখেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক বজ্রজ্ঞান কর্মা রেপার অকাল প্রয়াণ : শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: মাত্র ৫৬ বছর বয়সে জীবনদীপ নিভে গেল আখ্যানের বিকেল এর সক্রিয় সদস্য, রাজ্যের বিশিষ্ট সাহিত্যিক বজ্রজ্ঞান কর্মা রেপার।

তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল রামকৃষ্ণ দাস। জন্ম উদয়পুরে তারপর এমবিবি কলেজে পড়াশোনা। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি। তার নিজস্ব আশ্রমও রয়েছে। গত কয়েক মাস ধরে তিনি গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। কলকাতাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল গভীর রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ দুপুরে বিমানে আগরতলায় তার মরদেহ নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তার বিহার মিলা রেপা বৌদ্ধ বিহার,বাগমারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে বৌদ্ধ রীতিতে ভান্তেদের দ্বারা যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে, অনিত্য দেহ নিয়ে আসা হয় বেনুবন বিহারে।

বেনুবন বিহারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার পর বটতলা মহাশ্মশানে তার অন্তিম সৎকার করা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে আখ্যানের বিকেল আয়োজিত প্রথম গল্প উৎসবে তার গল্প পাঠ সাহিত্য প্রেমীদের মুগ্ধ করেছিল। তার একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে 'লামার ঝোলা' বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। সুভদ্র সজ্জন এই ব্যক্তির অকাল প্রয়াণে রাজ্যের সাহিত্য জগতসহ বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আখ্যানের বিকেলের পক্ষ থেকে তার এই অকালপ্রয়াণে গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পরিত্যক্ত পুকুর পুন:নির্মাণ এবং জলাশয় সৌন্দর্য্যায়নের শিলান্যাস করলেন মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: আগরতলা পুরনিগমের ১৪নং ওয়ার্ডের রঞ্জিতনগর এলাকায় জলাশয় পুনঃনির্মাণ ও জলাশয় সৌন্দর্য্যায়নের শিলান্যাস করেন মেয়র দীপক মজুমদার। আগরতলা পুরনিগম এলাকার সবকটি পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করে সৌন্দার্য্যায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রঞ্জিতনগর এলাকায় পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করার লক্ষ্যে আজ শিলান্যাস করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র বলেন, পুর নিগমের ক্ষমতায় আসার আগে পুর নিগম এলাকার জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল পুর এলাকার সব কটি পরিত্যক্ত জল আসয় সংস্কার করে সেগুলি ব্যবহার করার উপযোগী করে তোলা হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের রঞ্জিতনগর এলাকায় পরিত্যক্ত পুকুর সংস্কারের জন্য শিলান্যাস করা হয়েছে। কুকুরটি সংস্কার করে জনগণের ব্যবহারের উপযোগী করেন তোলা হবে বলে তিনি জানান।

মেয়র জানান, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুকুরগুলো অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখা হতো সেগুলিতে আবর্জনা ফেলা হতো। সেই আমলের পাপের বোঝা বহন করতে হচ্ছে আমাদেরকে। বর্তমান পুরো নিগম কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দের কথা বিবেচনা করে সবগুলো কঠোর সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং আগরতলা শহর এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছে।

ধলাই জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৩ জুন: শুক্রবার কমলপুর টাউন হলে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের ব্যবস্থাপনায় এক দিবসীয় ধলাই জেলাভিত্তিক ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুনাটকের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস। অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান প্রশান্ত সিনহা, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সৌমিত্র গোপ, ধলাই জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সিনিয়র কালচারাল অফিসার ফখরুদ্দিন আহমেদ সহ মহকুমার বিশিষ্ট প্রবীন নাট্য শিল্পীবৃন্দ।

এদিন শিশু নাটক প্রতিযোগিতায় মোট তিনটি নাট্য দল অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন ধলাই জেলার সিনিয়র কালচারাল অফিসার ফখরুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানের মহকুমার বিশিষ্ট প্রবীন নাট্য শিল্পীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।উদ্বোধক ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস বলেন, জীবনের চলার পথে নাটক মনস্থ করা প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের জীবন নাটকের মধ্য দিয়ে চলছে। নাটক আমাদের শিক্ষার পথ এগিয়ে দেয়। সমাজ সংস্কারকারের কারিগর হল নাটক। লেখা পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, নাটক মনস্থ করা প্রয়োজনীয়তা আছে।

এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি বন্ধে অভিযানে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন

আগরতলা, ১৩ জুন: এলপিজি সিলিন্ডারের কালোবাজারি বন্ধ করতে অভিযানে নামলেন উদয়পুর মহকুমা প্রশাসন এবং মহকুমা খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তর একটি বিশেষ দল। আজ উদয়পুরের বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করল মোট ৯ টি সিলিন্ডার।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ উদয়পুর বাজারের বিভিন্ন ফাস্টফুড ও মিষ্টি দোকান মিলে প্রায় বেশ কয়েকটি দোকানে হানা দিয়েছে। প্রায় দোকানে অবৈধভাবে এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহার করছিল।

মূলত খাবার দোকানগুলিতে কি ধরণের এল পি জি সিলিন্ডার ব্যবহার হচ্ছে তা দেখতেই আজকের এই অভিযান। পাশাপাশি বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। উদয়পুরের বিভিন্ন দোকানে হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করল মোট ৯ টি সিলিন্ডার।

তিনি আরও জানিয়েছেন, মজুত করে রাখা এলপিজি সিলিন্ডারের দোকান মালিকদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এরকম অভিযান আরো আগামী দিনে জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

● প্রথম পাতার পর

হাসপাতালে পাঠিয়েছে। উদয়পুর মহকুমার পুলিশ আধিকারিক নির্মাণ দাস বলেন, মৃতের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর হবে। তবে মহিলার পরিচয় জানা যায়নি। ধারণা করা হচ্ছে, রেলে কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু হয়েছে।

অভিশপ্ত বিমানের

● প্রথম পাতার পর

গুজরাটের উন্নয়নে ও বিজেপির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।"

ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের জন্য আহমদাবাদ সিভিল হাসপাতালে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশ থেকে আত্মীয়স্বজনেরা নিহতদের শনাক্ত করতে আসছেন। এয়ার ইন্ডিয়া কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পরিবারগুলিকে সহায়তা করার জন্য রয়েছেন। এয়ার ইন্ডিয়ার মূল সংস্থা টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান এন. চন্দ্রশেখরন বলেন, 'এই কঠিন সময়ে আমাদের দায়িত্ব থেকে পিছিয়ে যাব না। যা সঠিক, আমরা তা-ই করব। আমরা পুরোপুরি স্বচ্ছতা বজায় রাখব।' ঘটনার তদন্তে নামছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (ঞ্জজ্জঙ)। তাদের একটি দল ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিকরাও তদন্তে সহায়তা করছেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাগত উৎকর্ষতার জন্য বিলোনিয়ায় জেলা পর্যায়ের মেধাবী কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৩ জুন: শিক্ষাগত উৎকর্ষতার জন্য জেলা পর্যায়ের মেধাবী কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার বেলা বারোটায় বিলোনিয়া আর্য্য কলোনি শচীন দেববর্মন অডিটেরিয়ামে এই সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানটি হয়। দক্ষিণ জেলা শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলা শাসক মোহম্মদ সাজাদ পি, পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার সহ অন্যান্য অতিথিরা। জেলা শিক্ষা আধিকারিক স্বাগত ভাষন রাখার পর অতিথিগন আলোচনা রাখতে গিয়ে, মেধাবী কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে, আগামীদিনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল কামনা করে বলেন- পড়াশোনার পাশাপাশি শরীর মন সুস্থ রাখার জন্য মাঠে ময়দানে থাকে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা প্রতি অভ্যাসের বার্তা দেন।

এছাড়া আরো বলেন শুধুমাত্র মেধা নয় , মানুষের মতো মানুষ হয়ে দেশ সেবা ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার আহ্বান জানান অতিথিগন। অতিথিদের আলোচনার ফাঁকে টিবিএসসি, সিবিএসসি পরীক্ষায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক টপার ছাত্র ছাত্রী সহ কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন অতিথিগন। দক্ষিণ জেলার সরকারি ও বেসরকারি মোট ১৭৫ টি বিদ্যালয়ের ৭৪৫ জন ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কুমারঘাটে জেএফএমসি সভাপতিদের সাথে পর্য্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত

কুমারঘাট, ১৩ জুন: শুক্রবার কুমারঘাটের পিআরটিআই হলে উনকোটি জেলার যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির (জেএফএমসি) সভাপতিদের সাথে ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের (এসসিএটিএফআরএম) অধীনে একটি পর্য্যালোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ), বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও), উপ-বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (এসডিএফও), প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং বন বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল উনাকোটি জেলার অধীনে জেএফএমসিগুলির চলমান কর্মক্ষমতা এবং অগ্রগতি পর্য্যালোচনা করা। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) জেএফএমসিগুলির কার্য্যকারিতা, অর্জন এবং চ্যালেঞ্জগুলির একটি বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করেছে, পাশাপাশি স্থল-স্তরের উদ্বেগ এবং সাফল্যের গল্পগুলি বোঝার জন্য সভাপতিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেছে।

টেকসই বন ব্যবস্থাপনায় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে, সিইও এবং পিডি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং তৃণমূল পর্য্যায়ে কার্য্যকরভাবে সুবিধা পৌঁছানো নিশ্চিত করার উপর জোর দেন।

কর্মসূচির অংশ হিসেবে, পেচারথাল রেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (আরএমইউ) এর অধীনে বাগাইছড়া জেএফএমসিকে ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের লক্ষ্যে অসামান্য কর্মক্ষমতা এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সিইও এবং পিডি কর্তৃক সম্মানিত করা হয়।

ছঙ্খষ্টচঞ্জট্রঞ্চ উদ্যোগের অধীনে বন সংরক্ষণ, জীবিকা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য সকল অংশীদারদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে, আলোচনাটি ইতিবাচকভাবে শেষ হয়।

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পাচ্ছে। পুলিশ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও সব ক্ষেত্রে সাফল্য পাচ্ছে না। পুলিশ ও ট্রাফিক পুলিশকে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার দাবি উঠেছে।

স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

রুমে রেখে তালা ঝুলিয়ে দেয়। বিদ্যালয়টি আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশে টিলার উপরে রয়েছে।

আর বিদ্যালয়ের এক পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছড়া। ছড়ার দিকে বিদ্যালয়ের মাটি ক্রমশ ভাঙ্গতে শুরু করেছে। এই ভাবে চলতে থাকলে একটা সময় বিদ্যালয়টি ছড়ার জলে তলিয়ে যাবে। অভিভাবকরা জানান বিদ্যালয়ের মাটি ভাঙ্গনের ফলে পড়ুয়ারা খেলা ধুলা করতে পারে না। বিদ্যালয়ের জন্য পর্য্যাপ্ত জায়গা নেই। নতুন করে বিদ্যালয় নির্মাণের দাবিতে এইদিন স্কুলে তালা দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ছুটে যায় আমবাসা থানার ওসি ও বিদ্যালয় পরিদর্শক বিষ্ণু দত্ত। পরবর্তী সময় আলোচনাক্রমে বিদ্যালয়ের তালা খুলে দেওয়া হয়।

বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের

● প্রথম পাতার পর

হয় এক্ষেত্রেও টিআরবিটি পরিচালিত পরীক্ষায় সেই সব নিয়মসমূহকেই মানা হচ্ছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শ্রীদেব আরও জানান, টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, ত্রিপুরা পরিচালিত ২০২৪ সালের টি-টেট পেপার-টু এবং টি-টেট পেপার-ওয়ান পরীক্ষা যথাক্রমে গত ২৭ এপ্রিল এবং ৪ মে ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার নিয়ম অনুযায়ী উভয় পরীক্ষার টেন্টেটিভ আনসার কিইসপ্রকাশিত হয় গত ৮ মে ২০২৫ তারিখে। এই টেন্টেটিভ আনসার কিইসপ্রকাশিত হওয়ার পর ৮ মে ২০২৫ থেকে ২০ মে ২০২৫ পর্য্যন্ত প্রকাশিত টেন্টেটিভ আনসার কিইসসম্পর্কে অনলাইনে পরীক্ষার্থীদের মতামত ও অভিযোগ জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়। পরীক্ষার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী টেন্টেটিভ আনসার কিইসসম্পর্কে অনলাইনে পরীক্ষার্থীরা যে সকল অভিযোগ ও মতামত জানিয়েছেন সেগুলি সবকটিই একাধিক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠানো হয়। পরীক্ষার্থীদের দাখিল করা প্রতিটি অভিযোগ ও মতামত পর্য্যালোচনা করে বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞগণ প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখিতভাবে তাদের সিদ্ধান্ত নথীবদ্ধ করে বোর্ডের (টিআরবিটি) কাছে জমা করেন। বোর্ড প্রতিটি বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত মান্যতা দিয়ে ৯ জুন ২০২৫ চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ করে। তিনি জানান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা উত্তরপত্র বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বোর্ডের কোন দায়িত্ব থাকেনা।

তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালের টি-টেট পেপার-টু এবং টি-টেট পেপার-ওয়ান পরীক্ষার টেন্টেটিভ আনসার কিইসপ্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই কতিপয় পরীক্ষার্থী প্রায় নিত্যদিন দলবদ্ধভাবে বোর্ডে এসে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করে তাদের অভিযোগ জানায়। বোর্ডের চেয়ারম্যান সেই ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন এবং পরীক্ষার্থীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে পরীক্ষার্থীদের প্রতিটি অভিযোগ একাধিক বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের নিকট পাঠানো হয় এবং বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড গত ৯ জুন ২০২৫ চূড়ান্ত উত্তরপত্র প্রকাশ করে।

এই প্রসঙ্গে বোর্ড চেয়ারম্যান ড. প্রত্যুষ রঞ্জন দেব আরও জানান, ২০২৪ সালের টি-টেট পেপার-টু এবং টি-টেট পেপার-ওয়ান পরীক্ষায় সর্বমোট ৪০ হাজার ৫২৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসেছেন। তারা সকলেই পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। তাই বোর্ড এই ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার সকল নিয়ম কানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করে বোর্ডের কাজে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মেম্বার সেক্রেটারি হর্ষিতা বিশ্বাস এবং পরীক্ষা নিয়ামক (কন্টোলার অব এক্সাম) ড. শশাঙ্ক ঘোষ, পরীক্ষা এবং উত্তরপত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন।

রাজ্যে অনুপ্রবেশ রোধে মহাকরণে

● প্রথম পাতার পর

সীমান্তে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত নজরদারি রাখছে। অনুপ্রবেশকারীদের যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া ও গ্রেপ্তারের বিষয়ে বিএসএফ এবং আইন-শৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিত সংস্থা সমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে সীমান্ত সুরক্ষার কাজ করছে।

ত্রিপুরায় বিকশিত কৃষি

● প্রথম পাতার পর

সংরক্ষণের লক্ষ্যও নির্ধারিত হয়।

অভিযানটি ছয়টি মূল পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে শুরু হয়: কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, ন্যায্য দাম নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ফসল বৈচিত্র্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে উৎসাহ প্রদান এবং প্রাকৃতিক ও জৈব কৃষির প্রসার।

মন্ত্রী নাথ জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ৩টি করে বিশেষজ্ঞ দল গঠিত হয়, যারা প্রতিদিন ৩টি করে কৃষক সভা করেন। ফলে প্রতিটি জেলায় গড়ে ১০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের ৮টি জেলায় মোট ৯৫৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই সভাগুলিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, বৈজ্ঞানিক কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। প্রতিটি সভায় কমপক্ষে ২০০ জন কৃষক, এফপিও, এফপিসি ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

নাথ জানান, "এই ১৫ দিনে কৃষি আধিকারিক ও বিজ্ঞানীরা রাজ্যজুড়ে কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। সেই মতামতের ভিত্তিতে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।"

তিনি আরও বলেন, "দেশ ইতিমধ্যে সবুজ বিপ্লব, সাদা বিপ্লব ও নীল বিপ্লব প্রত্যক্ষ করেছে। বর্তমানে চলছে হলুদ বিপ্লব, এবং শিগগিরই শুরু হবে 'মিষ্টি বিপ্লব'। মৌচাষের মাধ্যমে মধু উৎপাদনে স্বনির্ভরতা আনতে কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া হবে।"

খরিফ মৌসুম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "ত্রিপুরায় ২.০১ লক্ষ হেক্টর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। এই অভিযানের ফলে বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতি হেক্টরে ৫০০ কেজি করে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হলে, এই বছর রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদন ১ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে। তবেই এই অভিযানের আসল লক্ষ্য পূরণ হবে।"

খাদ্য নিরাপত্তা বিধি

● প্রথম পাতার পর

একটি গুরুতর লঙ্ঘন। এই নিয়ম স্পষ্টভাবে এই ধরনের অনুশীলন নিষিদ্ধ। কারণ সংবাদপত্রে ক্ষতিকারক রাসায়নিক এবং কালি খাদ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে। যা নাকি স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক।

সম্প্রতি জেলা শাসকও এক ভিডিও বার্তাতে এটি জোর দিয়ে উল্লেখ করেন। এবং খাদ্য দোকানে যাতে সংবাদপত্রের মাধ্যমে যাতে খাওয়ার ঢেকে রাখা বা পরিবেশন যাতে না করেন তাঁর জন্য জেলা শাসক হোটেল, মিষ্টির দোকান ও রেস্তোরাঁ মালিক ও কর্মীদের কাছে আবেদনও রেখেছিলেন। এই নির্দিষ্ট লঙ্ঘনের বাইরেও, হোটেলের পুরো কার্য্যক্রমকে সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর বলে মনে করা হয়েছিল, যেখানে খাদ্য প্রস্তুত এবং পরিবেশন এলাকাসহ পুরো প্রাঙ্গণেই নোংরা স্যানিটারি অবস্থা দেখা গিয়েছে। গুরুতর অপরাধের তালিকায় যুক্ত হয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ যেখানে তাদের বাধ্যতামূলক খাদ্য নিরাপত্তা লাইসেন্স এবং নিবন্ধন প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা একটি হোটেল পরিচালনার জন্য অপরিহার্য্য। কর্তৃপক্ষের সূত্রে খবর যে রামঠাকুর হোটেলকে অতীতে এই ত্রুটিগুলির বিষয়ে বারবার সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তারা ধারাবাহিকভাবে কোনো সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন নি বলে অভিযোগ।এটা এমন নয় যে কর্তৃপক্ষ এইবারই প্রথম সতর্কবার্তা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ হোটেলের মালিককে বারবার সচেতন করেছে যে কীভাবে এবং কেন খাদ্য নিরাপত্তার উন্নতি প্রয়োজন। কিন্তু সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। যদি হোটেল আইন মেনে চলতে এবং সুস্পষ্ট উন্নতি দেখাতে ব্যর্থ হয়, তবে কর্তৃপক্ষকে এটির আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এমনকি লাইসেন্স বাতিল করা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না বলে একটি সূত্র ইঙ্গিত দিয়েছে, নিরাপদ খাদ্যের স্বার্থে সাধারন মানুষ গোমতী খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের কাছে আরও এই আক্রমণাত্মক অবস্থান গ্রহণের জন্য মুখিয়ে আছে। সেই নিরিখে স্বাস্থ্য দপ্তরের খাদ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষের জেলা জুড়ে খাদ্য সুরক্ষা মান কঠোর করার ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টাতে স্বাভাবিকভাবে মানুষ খুশি। এই ধরনের প্রচেষ্টা জারি রাখতে হবে। সবাইকে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

রাজ্যেই এখন সব

● প্রথম পাতার পর

অভিমত ব্যক্ত করেন। ধূমপান, তামাক ও নেশা সামগ্রী ব্যবহার ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" কর্মসূচিতে প্রতি সপ্তাহে চিকিৎসায় সহায়তার জন্য অনেকেই আবেদন জানান। দেখা গেছে, ক্যান্সার আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীদেরই বহিরাজ্যে মুম্বাই-এ বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাবার প্রবণতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে রোগী ও তাদের সহযোগীদের সুবিধার্থে মুম্বাইতে রাজ্য সরকার একটি জায়গা চিহ্নিত করে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্যেই এখন সব ধরণের রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সহজতর হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে আইএলএস হাসপাতালে ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার স্থাপন রাজ্যে ক্যান্সার চিকিৎসার সুযোগকে আরও সহজতর করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। চিকিৎসা পরিষেবা ও রাজ্যের ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও আইএলএস হাসপাতাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের পর এই হাসপাতালের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই হাসপাতালে প্যাট স্ক্যান, এম আর আই, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি অত্যাধুনিক চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। রেডিওথেরাপি পরিষেবাও দেওয়া হচ্ছে। অত্যাধুনিক চিকিৎসার জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে রেডিয়েশন অঙ্কোলজি, সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি, মেডিক্যাল অঙ্কোলজি, পেডিয়াট্রিক অঙ্কোলজি, প্যালিয়াটিভকেয়ার সহ ৯ ধরণের আধুনিক চিকিৎসা পরিসেবার কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রীর এমবিবিএস কোর্সে পড়াশুনা করার সুযোগ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি এইমস-এর অধিকর্তা প্রফেসর (ডা.) এম শ্রীনিবাস এর নেতৃত্বে ৪ সদস্যের চিকিৎসকদের এক প্রতিনিধিদল রাজ্য সফর করেছেন। প্রতিনিধিদলটির পরামর্শক্রমে রাজ্যে হাসপাতাল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট খোলার বিষয়ে সরকার গুরুত্বারোপ করছে। এজিএমসি ও জিবি হাসপাতালে সাফল্যের সঙ্গে ২টি কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। লিভার প্রতিস্থাপনেরও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বহিরাজ্য থেকে বিনিয়োগকারীরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইএলএস হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ ওম তাঁতীয়া। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল অঙ্কোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মধুর গর্গ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ইন্টারন্যাশনাল অঙ্কোলজি ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের এক্সকিউটিভ ডিরেক্টর ডাঃ প্রমোদ কুমার শর্মা।

এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনা

● আটের পাতার পর

দুঃখজনক এবং হৃদয়বিদারক। কেন্দ্র সরকারের নিকট নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি, যারা আহত হয়েছেন তাঁদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধায় আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

তাছাড়া, কি কারণে ওই ভয়াবহ দুর্ঘটনার হয়েছে তার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ক্রীড়াঙ্গন

সেন্ট পলসএর স্বর্ণাভ, সোমরাজদের প্রয়াস ব্যর্থ জয় ছিনিয়ে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ফাইনালে প্রবেশ করেছে। সদর ভিত্তিক আন্তঃস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল ম্যাচে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি দুর্দান্ত খেলে ৩৩ রানের ব্যবধানে শক্তিশালী সেন্ট পলসস্কুল দলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে আজ, শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটায় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ শুরুতে টস জিতে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।

সীমিত কুড়ি ওভারে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৩০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সেন্ট পলসস্কুল দল নির্ধারিত কুড়ি ওভার শেষ হওয়ার দুই বল বাকি থাকতে ৯৭ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের শাহীন জামান চৌধুরী দুর্দান্ত বল করে ছয় রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট দখল করে দলের জয় ত্বরান্বিত করে।

এদিকে সেন্ট পলসস্কুলের সোমরাজ দে সর্বাধিক ৪৫ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় তা কাজে আসেনি। সেন্ট পলস এর স্বর্ণাভ সাহা ১৫ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। ব্যাটিংয়ে হেনরি ডিরোজিও একাডেমির সোম্রাংশু পালের ৩৪ রান এবং রাজদীপ দেবনাথ এর ২৮ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। সেন্ট পলসএর গুলশান রিয়াং তিনটি উইকেট পেয়েছিল। এত কিছুর পরও সামগ্রিক সাফল্যে হেনরি ডিরোজিও একাডেমি ৩৩ রানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালে খেলার টিকিট সংগ্রহ করে নিয়েছে।

জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ম্যাচগুলো ফের শুরু আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পুনরায় প্রস্তুত চারটি দল। আয়োজক ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনও চূড়ান্ত প্রস্তুত। ইতোমধ্যে ক্রিকেটের ক্রীড়া সূচি পুনরায় ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্ট জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেটের ২০২৩-২৪ এর আসর। লাগাতার বৃষ্টির কারণে প্রথম দুইটি ম্যাচের পর টুর্নামেন্টের অবশিষ্ট ম্যাচগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছিল।

পুনরায় ক্রীড়া সূচি ঘোষণার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামীকাল থেকে পুনরায় জে সি মেমোরিয়াল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলাগুলো শুরু হচ্ছে। উল্লেখ্য, আগামীকাল (শনিবার) থেকে ১৬ জুন টিআইটি গ্রাউন্ডে সংহতি ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ থেকে ২০ জুন রাখা হয়েছে তৃতীয় তথা শেষ রাউন্ডের খেলা। টিআইটি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ও স্ফুলিঙ্গ এবং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি ও ব্লাডমাউথ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য ২৭ থেকে ২৯ মে প্রথম রাউন্ডের খেলায় সংহতি ক্লাব ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ম্যাচটি অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছিল। দুই দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে। তবে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে অপর খেলাটিও অনিমাংসিত অবস্থায় শেষ হলেও স্ফুলিঙ্গ প্রথমে ইনিংসে লিভ নেওয়ার সুবাদে ৩ পয়েন্ট পেয়েছিল।

ভারত-পাক দ্বন্দ্বে এশিয়া কাপ ঘিরে অনিশ্চয়তা, অন্য একটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চায় পাক বোর্ড

পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার জন্য ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক নতুন করে খারাপ হয়েছে। দু'দেশ জড়িয়ে পড়েছিল সামরিক সংঘর্ষেও। এই পরিস্থিতিতে অনিশ্চিত এশিয়া কাপ। তার আগেই দু'টি দেশকে নিয়ে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।আগামী সেপ্টেম্বরে ভারতে হওয়ার কথা এশিয়া কাপ। পহেলগাঁও হামলার পর পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) ক্রিকেট মাঠে পাকিস্তানের মুখোমুখিই হতে চাইছে না। সে দেশে দল পাঠানো তো দূরের কথা। প্রায় একই অবস্থান নিয়েছেন পিসিবি কর্তারাও। ভারত বা পাকিস্তানের একটি দেশকে ছাড়া এশিয়া কাপ আয়োজন করাও কঠিন। তৃতীয় কোনও দেশ প্রতিযোগিতা আয়োজন করলেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে সমস্যা হতে পারে। তাই এশিয়া কাপই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে চাইছেন পিসিবি কর্তারা। এশিয়া কাপের আগে একটি ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা আয়োজন করতে চাইছেন তাঁরা। আফগানিস্তান এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্রিকেট কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে পিসিবি। অগস্ট মাসে ত্রিদেশীয় সিরিজ আয়োজন করতে চায় পিসিবি। ক্রিকেট মহলের একাংশ মনে করছে, বিসিসিআইকে চাপে রাখতেই বিকল্প প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা ভাবছেন পাক কর্তারা। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে পাওয়া নিয়ে খুব একটা সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন তাঁরা। তাঁদের লক্ষ্য আফগানিস্তানকে নিশ্চিত করা। আফগান কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করছে পিসিবি। এক পাক কর্তা বলেছেন, "সেপ্টেম্বরে ভারতে এশিয়া কাপ হওয়ার কথা সূচি অনুযায়ী। এখন ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক যে জায়গায় রয়েছে, তাতে ওই প্রতিযোগিতা ভারতে না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। পিসিবি একটি ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা ভাবছে। এশিয়া কাপ যদি সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরে যায়, তা হলে এশিয়া কাপের আগে ত্রিদেশীয় প্রতিযোগিতা হবে। পাকিস্তান-আফগানিস্তান দ্বিপাক্ষিক সিরিজের পরিবর্তে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হবে এই প্রতিযোগিতা। আর এশিয়া কাপ বাতিল বা স্থগিত হলে প্রতিযোগিতা হবে পাকিস্তানে।"পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এখন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি। এশিয়া কাপ নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায় এসিসি। কয়েক দিনের মধ্যেই বৈঠক ডাকতে পারেন নকভি। বিসিসিআই এখনও এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু জানায়নি। ওই বৈঠকে বিসিসিআইয়ের অবস্থান জানতে চাওয়া হতে পারে। বিসিসিআই ভারতেই এশিয়া কাপ আয়োজন করতে চাইলে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হতে পারে, ধারণা ক্রিকেট মহলের একাংশের।

১৯ ছক্কা, ৪৯ বলে ১৫০ রান!

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ক্রিস গেলের রেকর্ড ভেঙে দিলেন কিউয়ি ব্যাটার

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভেঙে গেল ক্রিস গেলের একটি রেকর্ড। এক ইনিংসে ১৯টি ছক্কা মেরে নতুন নজির গড়লেন নিউ জিল্যান্ডের ফিন অ্যালেন। মেজর লিগ ক্রিকেটের ম্যাচে কীর্তি গড়েছেন কিউয়ি ব্যাটার।২০ ওভারের ক্রিকেটের এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ড এত দিন যুগ্ম ভাবে ছিল গেল এবং সাহিল চৌহানের দখলে। তাঁরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের একটি ইনিংসে ১৮টি করে ছক্কা মেরেছিলেন।

তাঁদের সেই রেকর্ড হাতছাড়া হল অ্যালেনের দাপটে।মেজর লিগ ক্রিকেটে সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নের হয়ে ওয়াশিংটন ফ্রিডমের বিরুদ্ধে ওপেন করতে নেমেছিলেন অ্যালেন। শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন তিনি। টিম সেইফার্ট, জ্যাক ফ্রেজার ম্যাকগার্কের মতো সতীর্থেরা দ্রুত আউট হয়ে গেলেও ২২ গজের এক প্রান্তে অবিচল ছিলেন অ্যালেন। দলের রান তোলার গতি একাই বজায় রাখার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত ৫১ বলে ১৫১ রান করে আউট হন তিনি। ৪৯ বলে পূর্ণ করেন ১৫০ রান। ২০ বলে করেন ৫০। এর পর আরও আগ্রাসী হয়ে ওঠেন। শতরান পূর্ণ করেন ৩৪ বলে। দু'টি ওভারে তিনটি করে ছক্কা মেরেছেন। ৫১ বলের ইনিংসে নিউ জিল্যান্ডের ব্যাটার মেরেছেন ৫টি চার এবং ১৯টি ছক্কা। রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল ওয়েন, গ্লেন ফিলিপস, জ্যাক এডওয়ার্ডসের মতো বোলারদের নিয়ে এক রকম ছেলেখেলা করেন ২৬ বছরের ক্রিকেটার। তাতেই তৈরি হয়েছে নতুন রেকর্ড। ভেঙে গিয়েছে গেলদের রেকর্ড।আরও দু'টি নজির গড়েছেন অ্যালেন। মেজর লিগ ক্রিকেটে দ্রুততম শতরান করার নজির গড়েছেন। এ ছাড়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এটাই নিউ জিল্যান্ডের কোনও ব্যাটারের দ্রুততম শতরান। দলের ইনিংসের ১৮তম ওভারে নিজের ২০তম ছক্কা মারতে গিয়ে ওয়েনের বলে ফিলিপসের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হন অ্যালেন। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদে সান ফ্রান্সিসকো করে ৫ উইকেটে ২৬৯। জবাবে ১৩.১ ওভারে ১৪৬ রানে শেষ হয়ে যায় ওয়াশিংটনের ইনিংস।টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে পরিচিত অ্যালেন। দেশের হয়ে ২২টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৫২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৬৩.২৭। যা নিউ জিল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে সেরা।

দলের সেরা ফুটবলারের সঙ্গে ঝামেলা, দেশের জয় সত্ত্বেও দায়িত্ব ছাড়লেন কোচ!

জাতীয় দলের কোচের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কিছু দিন আগেই সরব হয়েছিলেন রবার্ট লেয়নডস্কি। সেই কোচ, মিকাল প্রোবিয়ার্জ বৃহস্পতিবার ইস্তফা দিলেন। এক বিবৃতিতে তিনি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণও করেছে পোল্যান্ড ফুটবল ফেডারেশন।সম্প্রতি লেয়নডস্কির থেকে জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব কেড়ে নিয়ে তা ইন্টার মিলানের খেলোয়াড় পিয়োতর জিয়েলিনস্কিকে দিয়েছিলেন মিকাল। লেয়নডস্কি এক সংবাদমাধ্যমে জানান, এক রাতে সন্তানদের ঘুমোতে নিয়ে যাওয়ার সময় কোচের ফোন পান। খুব সংক্ষেপে লেয়নডস্কিকে সরানোর কথা জানিয়েছিলেন মিকাল। এর পরেই লেয়নডস্কি বলেছিলেন, "এত বছর দায়বদ্ধতার সঙ্গে দেশের সেবা করার পর আমি ভেবেছিলাম আরও একটু বেশি সম্মান পাব। সামনাসামনি সিদ্ধান্ত জানানো উচিত ছিল।"বিবৃতিতে মিকাল বলেছেন, "অনেক ভেবে সিদ্ধান্ত নিলাম, এই পরিস্থিতিতে কোচ হিসাবে আমার ইস্তফা দেওয়াই সবচেয়ে ভাল সিদ্ধান্ত। জাতীয় দলের কোচ হতে পেরে আমার জীবনের একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমার পেশাদার জীবনের একটি গর্বের সময় কাটিয়েছি।" ফের্নান্দো সান্তোস চলে যাওয়ার পর ২০২৩ সালে পোল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব নেন মিকাল। ২০২৪ ইউরো কাপে তিনিই পোল্যান্ডের কোচ ছিলেন। প্রথম দেশ হিসাবে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে যায় পোল্যান্ড। নেতৃত্ব থেকে সরানোর পর ক্ষুব্ধ লেয়নডস্কি সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "এখনকার পরিস্থিতি দেখার পর আমি কোচের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। তাই যত দিন উনি দায়িত্বে থাকবেন তত দিন পোল্যান্ডের হয়ে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি বিশ্বের সেরা সমর্থকদের সামনে আরও এক বার খেলার সুযোগ পাব।"

হরিয়ানায় অনূর্ধ-৯ জাতীয় দাবায় ত্রিপুরার ৪ জন অংশ নিতে যাচ্ছে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।হরিয়ানার গুরগাঁও-য়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় অনূর্ধ ৯ দাবা প্রতিযোগিতা। ১৫-২০ জুন হবে আসর। তাতে অংশ নেবে ত্রিপুরা চারজন দাবাড়ু। বালক বিভাগে দেবরাজ ভট্টাচার্য, শুভায়ন দাস, বালিকা বিভাগে অবন্তিকা চক্রবর্তী এবং তৃষিকা কামারাপু। আজ, শুক্রবার বিকেলের বিমানে হরিয়ানা পৌঁছেছে দেবরাজ এবং অবন্তিকা। আগামীকাল (শনিবার) যাবে শুভায়ন এবং তৃষিকা। ৪ দাবাড়ুই আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবং আশাবাদী।

আন্তর্জাতিক জিএম দাবায় অভিনয়ের সাড়ে ৪ পয়েন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কঠিন আসরে দুরন্ত লড়াই করছেন ত্রিপুরার দাবাড়ুরা। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২১ তম আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতার 'সি' গ্রুপের আসরে। শুক্রবার আসরের ষষ্ঠ এবং সপ্তম রাউন্ডের খেলা হয়। ৭ রাউন্ডের শেষ অভিনয় দেববর্মা সাড়ে ৪ পয়েন্ট অর্জন করেছেন। এদিন দুই রাউন্ডের মধ্যে একটি ম্যাচে জয় এবং অপর ম্যাচে পয়েন্ট ভাগ করেন অভিনয়। রাজ্যের অপর দুই দাবাড়ু রমেশ কলই এবং প্রদীপ কুমার দেবনাথের পয়েন্ট ৪। প্রদীপ কুমার দেবনাথ এদিন দুই রাউন্ডেই জয় পেয়েছেন। রমেশ কলই জয় পেয়েছেন একটি ম্যাচ।

রেকর্ড পুরস্কার মূল্য এ বারের উইম্বলডনে, থাকবেন না লাইন জাজ, বদলাচ্ছে ফাইনালের সময়ও

সময়ের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে উইম্বলডন। ৩০ জুন থেকে শুরু এ বারের প্রতিযোগিতা। এ বারের উইম্বলডনে তিনটে বদল হতে চলেছে। বেড়ে যাচ্ছে প্রতিযোগিতার পুরস্কার মূল্য। এ বারের প্রতিযোগিতায় কোনও লাইন জাজ থাকবেন না। এমনকি, প্রতিযোগিতার ফাইনালের সময়ও বদলাচ্ছে।এ বারের উইম্বলডনে মোট পুরস্কার মূল্য ৬২২ কোটি টাকা। গত বারের তুলনায় তা ৭ শতাংশ বেশি। প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এই পুরস্কার মূল্য রেকর্ড। এ বার পুরুষ ও মহিলাদের সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার মূল্য বাবদ ৩৫ কোটি টাকা করে পাবেন। গত বারের পুরুষদের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ ও মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন বারবোরা ক্রেচিকোভা যা পেয়েছিলেন তার থেকে এ বার ১১.১ শতাংশ বেশি টাকা পাবেন চ্যাম্পিয়নেরা।শুধু চ্যাম্পিয়নেরা নন, প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেও ৭৭ লক্ষ টাকা করে পাবেন খেলোয়াড়েরা, যা গত বারের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ডবলস (৪.৪ শতাংশ), মিক্সড ডবলস (৪.৩ শতাংশ) ও হুইলচেয়ার ইভেন্টে (৫.৬ শতাংশ) চ্যাম্পিয়নদের পুরস্কার মূল্যও গত বারের তুলনায় বাড়ছে। বিশ্বের প্রথম সারির টেনিস তারকারা গ্র্যান্ড স্ল্যামে পুরস্কার মূল্য বৃদ্ধি করার দাবি করেছিলেন। তাঁদের দাবি মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে ফাইনালের সময়ও। ডবলস ও মিক্সড ডবলসের ফাইনাল স্থানীয় সময় দুপুর ১টা (ভারতীয় সময় বিকাল সাড়ে ৫টা) ও সিঙ্গলস ফাইনাল স্থানীয় সময় বিকাল ৪টে (ভারতীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৮টা) থেকে শুরু হবে। ফলে খেলা শেষ হতে হতে মধ্যরাত হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে রাতে আলোর নীচে খেলতে হবে প্রতিযোগীদের।

এ বারের প্রতিযোগিতায় থাকছেন না লাইন জাজ। তার বদলে বৈদ্যুতিন লাইন কলিং সিস্টেম

শেষ বলে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে হলিক্রস ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদরভিত্তিক আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ আগামী ১৫ জুন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ওইদিন বেলা ১১ঃ০০ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচে হেনরি ডিরোজিও একাডেমিএবং হলিক্রস স্কুল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার বেলা একটায় এমবিবি স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমি ফাইনালে হলিক্রস স্কুল দল রোমাঞ্চকর ভাবে শেষ বলে ৫ উইকেট এর ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল দলকে। বেলা একটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল দল প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত কুড়ি ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৫০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে হলিক্রস স্কুল দল শেষ বল পর্যন্ত খেলে শ্বাসরুদ্ধকর জয় পায় ৫ উইকেট হারিয়ে। বিজয়ী দলের দেবজ্যোতি পালের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স বেশ উল্লেখযোগ্য। ব্যাটিংয়ে ৫৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সর্বাধিক ৭৮ রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় দলকে জয় এনে দেয়। বোলিংয়ে দেবজ্যোতি পাল এবং মহির্ণভ লস্কর একটি করে উইকেট পেয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের মাহিন চৌধুরীর ৪৯ রান এবং ময়ূখ চক্রবর্তীর ৪২ রান উল্লেখ করার মতো। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দেবজ্যোতি পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

ম্যাচ হেরে মাথাগরম! কোর্টেই প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ, আবার বিতর্কে সে-ই টেনিস খেলোয়াড়

ম্যাচের পর টেনিস কোর্টে বিবাদে জড়ালেন দুই খেলোয়াড়।স্টুটগার্ট ওপেনে প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হয়েছিলেন ইটালির ফ্যাবিয়ো ফগনিনি এবং ফ্রান্সের কোরেন্তিন মৌতেত।তিন সেটের লড়াই হেরে মেজাজ ঠিক রাখতে পারেননি ফগনিনি। প্রতিপক্ষ মৌতেতকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন তিনি। চুপ থাকেননি মৌতেত। তিনিও জবাব দেন ফগনিনিকে।প্রথম সেট জেতেন মৌতেত। দ্বিতীয় সেটে ফিরে আসেন ফগনিনি। টাইব্রেকারে জেতেন তিনি। তৃতীয় সেট আবার নিজের নামে করেন মৌতেত। শেষ পর্যন্ত ৬-৪, ৬-৭, ৬-৩ জেতেন তিনি। খেলা শেষে দুই খেলোয়াড় নেটে হাত মেলাতে আসেন। হাত মেলানোর পর ফগনিনি মৌতেতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু মৌতেত মুখ ফিরিয়ে নেন। তাতে মেজাজ হারান ফগনিনি। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন তিনি।সেটা শুনে পাল্টা মৌতেতও তাঁকে কিছু বলেন। তবে তিনি কোনও খারাপ ভাষা ব্যবহার করেননি। পরে চেয়ার আম্পায়ার হস্তক্ষেপ করেন। তাঁর কথা শুনে দুই খেলোয়াড় দু'দিকে চলে যান। শুরুটা করেছিলেন ফগনিনি। তাই সমাজমাধ্যমে তাঁর সমালোচনা শুরু হয়েছে। তাঁর শাস্তির দাবি করেছেন অনেকে।ফগনিনি অবশ্য এর আগেও বিতর্কে জড়িয়েছেন। ২০১৭ সালে ইউএস ওপেনে ডবলস ম্যাচ খেলার সময় চেয়ার আম্পায়ারকে গালিগালাজ করেছিলেন ইটালির খেলোয়াড়। ফলে তাঁকে প্রতিযোগিতা থেকে বার করে দেওয়া হয়েছিল। পরে টোকিয়ো অলিম্পিক্সে খেলার সময় সমকাম-বিরোধী মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সে বার অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া খেলোয়াড়েরাই প্রতিবাদ করেছিলেন। বিষয়টা ভাল ভাবে নেয়নি অলিম্পিক্স সংস্থাও। বাধ্য হয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল ফগনিনিকে। কিন্তু সেখান থেকে যে তিনি শিক্ষা নেননি তা তাঁর এই কাণ্ড থেকে স্পষ্ট।কয়েক দিন আগে ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে নোভাক জোকোভিচের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন মৌতেত। জোকোভিচের কাছে হেরে বিদায় নেন তিনি। স্টুটগার্ট ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডেও কঠিন চ্যালেঞ্জ ফরাসি খেলোয়াড়ের সামনে। জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে খেলবেন তিনি। এই প্রতিযোগিতা জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার জেরেভ। বিশ্বের তৃতীয় বাছাই পুরুষ তারকার বিরুদ্ধে মৌতেত কেমন খেলেন সে দিকে নজর থাকবে অনেকের।

পদপিষ্ট কাণ্ডে সাময়িক স্বস্তি কোহলিদের দলের, চার কর্তাকে অন্তর্বর্তী জামিন হাই কোর্টের, জমা রাখতে হবে পাসপোর্ট

সাময়িক স্বস্তি পেল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর চার কর্তাকে। তাঁদের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে কর্নাটক হাই কোর্ট।দুর্ঘটনার পর গ্রেফতার করা হয় আরসিবির মার্কেটিং প্রধান নিখিল সোসালে-সহ চার কর্তাকে। কর্নাটক হাই কোর্টের বিচারপতি এসআর কৃষ্ণ কুমার তাঁদের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন। তবে তাঁদের পাসপোর্ট পুলিশের কাছে জমা রাখতে হবে। অর্থাৎ, দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না ওই চার কর্তা। তদন্তের কারণে পুলিশ তাঁদের ডাকলে হাজিরা দিতে হবে চার কর্তাকে।সোসালেদের আইনজীবী সন্দেশ চৌটা আদালতে জানান, এফআইআর-এ কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে আলাদা করে অভিযোগ করা হয়নি। তা হলে কী ভাবে ওই চার জনকে গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ? জবাবে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল শশী কিরণ শেট্টি জানান, রোড শোয়ের কোনও অনুমতি আরসিবি নেয়নি। তারা সমাজমাধ্যমে উল্লাসের ঘোষণা করেছিল। কিন্তু পরে তা মুছে দেওয়া হয়। সরকারকে শুধু উৎসবে যোগদান করার আমন্ত্রণ পাঠায় দল। কিন্তু কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনার দায় তাদের নিতেই হবে। বিরাট কোহলিরা আইপিএল জেতার পর সমাজমাধ্যমে বেঙ্গালুরুর দল কী কী ঘোষণা করেছিল তার প্রমাণ আদালতে জমা দেন শশী। এমনকি, তিনি এ-ও অভিযোগ করেন যে সোসালে পালানোর চেষ্টা করছিলেন। পালানোর সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। বিচারপতি জানিয়েছেন, যে দুর্ঘটনা হয়েছে তার দায় শুধুমাত্র কয়েক জনের হতে পারে না। এর দায় অনেকের। তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত চার জনকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছেন তিনি। গত ৩ জুন পঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথম বার আইপিএল জেতে বেঙ্গালুরু। তার পরেই কোহলি জানিয়েছিলেন, ৪ জুন বেঙ্গালুরুতে উৎসব হবে। পরের দিন সকাল থেকেই বেঙ্গালুরুর রাস্তায় ভিড় জমেছিল। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের বাইরে ভিড় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে। তার পরে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার দায় কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা ও আরসিবি-র উপর চাপিয়েছে কর্নাটক সরকার। ঘটনার তদন্ত চলছে। তার মধ্যেই চার কর্তা জামিন পাওয়ায় সাময়িক স্বস্তি পেল আরসিবি।

এক দিনের ক্রিকেটে রান তাড়া করায় ভারতকে টপকে গেল একটি দেশ, ১২ বছর পর নেমে গেল ভারত

৩৭০ রান তাড়া করে স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে দিল নেদারল্যান্ডস। এক দিনের বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দু'দল। প্রথমে ব্যাট করে স্কটল্যান্ড করে ৬ উইকেটে ৩৬৯। জবাবে চার বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে ৩৭৪ রান তুলল নেদারল্যান্ডস। ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউডের অপরাজিত ১৫৮ রানের সুবাদে দুরন্ত জয় তুলে নিল তারা। ভেঙে গেল ভারতের ১২ বছরের পুরনো রেকর্ড।তৃতীয় সর্বোচ্চ রান তাড়া করে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নিল নেদারল্যান্ডস। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর কোনও দল এর থেকে বেশি রান তাড়া করে জয় পায়নি ৫০ ওভারের ক্রিকেটে। ২০০৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পরে ব্যাট করে ৪৩৫ রান তুলে জিতেছিল প্রোটিয়ারা। যা এখনও পর্যন্ত এক দিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সফল রান তাড়া করার নজির। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানও রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার দখলে। ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই ৩৭২ রান তাড়া করে ম্যাচ জিতেছিল তারা। দক্ষিণ আফ্রিকার এই নজিরের পরই থাকছে স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডসের জয়।এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে চলে গেল ২০১৯ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ৩৬১ রান রাড়া করে জয়। পঞ্চম স্থানে নেমে গেল ২০১৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের ৩৬০ রান তাড়া করে জয়ের নজির। প্রথমে ব্যাট করে ৩৬৯ রান করে স্কটল্যান্ড। ১৫০ বলে ১৯১ রানের ইনিংস খেলেন ওপেনার জর্জ মুনসে। ১৪টি চার এবং ১১টি ছয় মারেন তিনি। স্কটল্যান্ডের পক্ষে এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য রান অধিনায়ক ম্যাথু ক্রসের ৪৯ বলে ৫৯ রান। নেদারল্যান্ডের সফলতম বোলার মাইকেল লেভিট ৪১ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে শুরু করেন নেদারল্যান্ডসের ব্যাটারেরা। মুখ্য ভূমিকা নিলেন ওপেনার ও'ডাউড। তাঁর ১৫৮ রানের অপরাজিত ইনিংসে রয়েছে ১৩টি চার এবং ৪টি ছক্কা। ২২ গজের এক দিক আগলে রেখে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। তিনি ছাড়া তেজা নিদামানুরু (৪২ বলে ৫১) এবং নোয়া ক্রোসও (২৯ বলে ৫০) ভাল ব্যাট করেছেন। স্কটল্যান্ডের সফলতম বোলার সাফিয়ান শরিফ ৬২ রান খরচ করে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে: সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: রাজ্য সরকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে শহরের ছাত্রছাত্রীদের সাথে পাল্লা দিয়ে এখন গ্রামে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরাও বোর্ডের পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে। আজ বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক মহম্মদ সাজ্জাদ পি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সিবিএসই মিলে এ বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মোট ৪০ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে আজ সংবর্ধনা জানানো হয়। জেলার ১৭৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৪৫ জন কৃতি ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা দপ্তর থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।অনুষ্ঠানের উদ্বোধক সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া আরও বলেন, শিক্ষার গুণগত মান বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকার স্বচ্ছ নিয়োগনীতির মাধ্যমে মেধা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করছেন। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও আজ পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার। সিবিএসই বোর্ডের অধীন মাধ্যমিকে প্রথম ১০ জনে স্থান করে নেওয়া কৃতি ছাত্র সুরজ বসু বক্তব্য রাখেন। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অতিথিগণ কৃতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র ও শুভেচ্ছা তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গতকাল আহমেদাবাদে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত যাত্রীদের প্রতি শোক জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বাংলাদেশী ও নেশা কারবারি আটক, সাথে মাদক দ্রব্য উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন।। দুটি ভিন্ন অভিযানে নেমে সাফল্য পেয়েছে জিআরপি পুলিশ। আগরতলা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করে। পাশাপাশি, আরেকটি অভিযানে রেলস্টেশন থেকে একজন নেশাকারবারীকে আটক করে। তার কাছ থেকে ২ কেজি ১৮৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ হাজার টাকা হবে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা রেলস্টেশন থেকে একজন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। সে অবৈধ উপায়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। এবং সে ট্রেনে করে বহি:রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে গিয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে সে বলে কলকাতা যাবে। ধৃতের নাম আব্দুল খালেক ওরফ হাসিম মিয়া (২৮)।

পাশাপাশি, আরেকটি অভিযানে গতকাল রাতে আগরতলায় জি আর পি থানার পুলিশ এবং আর পি এফ মিলে এক নেশাকারবারিকে আটক করেছে। তার কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট ২কে জি ১৮৫ গ্রাম শুকনো গাঁজা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে সে গাঁজাগুলো পাঞ্জাবের উদ্দেশ্যে পাচার করবে। তার বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানাতে এন ডি পি এস ধারায় মামলা নেওয়া হয়। ওই মামলাতে আরো অনেকে গ্রেফতার হতে পারে বলে অনুমান। আজ তাকে আদালতে প্রেরণ করা হবে। ধৃতের নাম, দীপঙ্কর (২২) বাড়ি উত্তর প্রদেশ।

কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী জনজাতি মিশন যোজনার অধীনে ঘরপ্রাপ্ত জনজাতি পরিবারের মতবিনিময়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুন: তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অন্তর্গত কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাবাড়ি এলাকায় উঠে এলো বর্তমান সরকারের সর্বজনীন উন্নয়ন চিন্তার এক বাস্তব প্রতিফলন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী জনজাতি মিশন যোজনার অধীনে ঘরপ্রাপ্ত জনজাতি পরিবারের সঙ্গে সরেজমিনে সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক রজত পন্ত, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের আধিকারিকগণ, মহকুমা ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

হাজরা বাড়ি এলাকায় পরিদর্শনকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা উপকারভোগী পরিবারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কথা বলেন এবং জানতে চানঘর নির্মাণে কোনো প্রকার সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে কি না। উপকারভোগীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া শুনে তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশ দেন।মন্ত্রী বলেন, "বর্তমান বিজেপি নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সকলের উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।"তিনি উদাহরণস্বরূপ জানান, ওই এলাকার সিপিআই(এম)-এর প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান উত্তম রিয়াং, যিনি বিরোধী দলের সমর্থক হিসেবেও পরিচিত, তিনিও প্রধানমন্ত্রীর আবাসন যোজনায় ঘর পেয়েছেন। "এটাই প্রমাণ করে, আমাদের সরকার বিভাজনের রাজনীতি না করে উন্নয়নকেই সর্বাগ্রে রাখে," মন্তব্য করেন মন্ত্রী।তিনি আরও বলেন, "বিগত সরকারের সময়ে রাজনৈতিক মতভেদ থাকলে সাধারণ মানুষকে সরকারি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হতো। কিন্তু আজ সেই চিত্র বদলেছে। প্রশাসন আজ নিরপেক্ষভাবে, স্বচ্ছতার ভিত্তিতে জনসেবায় ব্রতী হয়েছে।"এই পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে আবারও স্পষ্ট হলো যে, উন্নয়নের প্রশ্নে বর্তমান সরকার দলীয় সংকীর্ণতা ভুলে সার্বজনীন ন্যায়বিচারের পথে চলছে, যার সুফল পাচ্ছে প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতি পরিবারগুলিও।

রোটারি ক্লাব অফ আগরতলার উদ্যোগে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর জেলা স্তরের কর্মশালা আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুন: রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০ এর সহযোগিতায় আগামী ১৪ই জুন ২০২৫, আগরতলায় মানসিক স্বাস্থ্যের উপর একটি জেলাস্তরের কর্মশালা আয়োজন করতে চলেছে। এই আয়োজনে রোটারি ক্লাব অফ তেলিয়ামুড়া সহযোগিতায় থাকবে। এই উপলক্ষে দুটি বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হবে, যা রাজ্যের সামাজিক ও মানবিক উদ্যোগকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

এদিনের প্রথম কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরে, যেখানে আয়োজিত হবে একটি বিশেষ "মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সেমিনার"। এই সেমিনারে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রীকে উদ্বেগ, মানসিক চাপ, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করা হবে।সেমিনারের মূল থিম "সুস্থ মন — সুস্থ শরীর — সুস্থ জীবন"। বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কলকাতা থেকে আগত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, যারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরবেন।

এদিন সন্ধ্যায় হোটেল সোনারতরীতে অনুষ্ঠিত হবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা সেমিনার, যেখানে শিলিগুড়ি, বর্ধমান, আসাম সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত রোটারিয়ান সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করবেন। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আগরতলা মিউনিসিপাল কাউন্সিলের মাননীয় মেয়র ও ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য শ্রী দীপক মজুমদার মহাশয়। সম্মেলনে মানসিক স্বাস্থ্যকে ঘিরে সামাজিক চ্যালেঞ্জ, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং রোটারিয়ানদের সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সরব তিপরা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ/কৈলাসহর, ১৩ জুন: ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে তিপরা মথা দলের উদ্যোগে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয় বিশ্রামগঞ্জে। ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের বিরুদ্ধে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তার সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে সিপাহীজলা জেলাশাসক অফিস পর্যন্ত শুক্রবার দুপুরে তিপরা মথা দলের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল।

মিছিল শেষে এই দিনে সিপাহীজলা জেলাশাসক ডাক্তার সিদ্ধার্থ শিব জসওয়ালের নিকট তাদের দাবি সনদ তুলে দেন। বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলের ডেপুটেশন কালে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলয়, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, এমডিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা, গনেশ দেববর্মা, চড়িলাম তিপা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট বুদ্ধ দেববর্মা, টাকারজলা ত্রিপা মথা ব্লক প্রেসিডেন্ট অমৃত দেববর্মা, বিশ্রামগঞ্জ সাব জোনাল চেয়ারম্যান সঞ্জীব দেববর্মা, তিপা মথা দলের ডি ডব্লিউ এফ এবং টি ওয়াই এফ, -র কর্মী সমর্থকরা।

এদিনে জেলাশাসক জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন রাজ্য প্রশাসন তা সুষ্ঠুভাবে পালন করছে। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন সেই গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে পারাপার নিয়ে অনেকটাই কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। বাড়িতে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী, টিএস আর সহ ত্রিপুরা পুলিশকে সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানান জেলা শাসক।

এদিকে, আজ তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে ঊনকোটি জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর দাবি জানানো হয় ডেপুটেশনে। দলের বক্তব্য, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা রাজ্যের ভূমিপুত্রদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, যা আদিবাসী সমাজের জন্য গুরুতর সংকট।

এই ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে জেলাশাসক অফিসে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়। গৌরনগর থেকে মিছিল করে আসা নেতাকর্মীদের মূল সড়কে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। পরে সাতজনের প্রতিনিধি দল জেলাশাসক তমাল মজুমদারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি তুলে দেয়।

ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা সিটিজেন ফোরামের সভাপতি রঞ্জন সিনহা, জোনাল চেয়ারম্যান বিপুল দেববর্মা, চন্ডিপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট বিরেশ দেববর্মা, এবং ইয়থ তিপ্রা ফেডারেশনের জেলা সভাপতি অনুকূল দেববর্মা।

দলের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছেদ্রুত পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে তিপ্রা মথা।

ধর্মনগরে সেলুনে পুলিশের হানা অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুন: অবশেষে পুলিশের ঘুম ভাঙলো। স্থানীয়দের কাছ থেকে একটি ফ্যামিলি সেলনের বিরুদ্ধে উঠে আসছিল অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ। এরই ভিত্তিতে এবার নড়েচড়ে বসল ধর্মনগর থানা। ধর্মনগর থানার ১০০ মিটার দূরত্বের মধ্যে গড়ে ওঠা দি ইউনিক ক্রিয়েশন্স ফ্যামিলি সেলুন নামক দোকানের মধ্যে পুলিশের অভিযান চলে শুক্রবার।

ধর্মনগর থানার পুলিশ আধিকারিক জানান, মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছ থেকে খবর আসে সেই দোকানে একটি ঝামেলা চলছে। তখন পুরুষ এবং মহিলা পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা ছুটে আসে সেখানে। অভিযোগ ছিল সেখানে অবৈধ ব্যবসা চলছে। জানা যায় পুলিশ আসার পূর্বেই সেই দোকানের ম্যানেজার পালিয়ে যায়। সেই দোকানে তখন উপস্থিত ছিল চারজন মহিলা এবং একজন পুরুষ অর্থাৎ সেই দোকানের কর্মচারী। মহিলাদের প্রত্যেকের বাড়ি ঊনকোটি এবং ধলাই জেলায়। সেই দোকানের ভিতরে দেখা গেছে ভেতরে দুটি আলাদা কেবিন রয়েছে। কেবিনের মধ্যে বিছানাও রয়েছে যা বাইরে থেকে কোন কিছু বোঝা যায় না। ম্যানেজার না থাকায় কোন কিছু জানা যায়নি সেই দোকান সম্পর্কে।

যতটুকু জানা গেছে, দোকানে কোন বৈধ লাইসেন্স নেই।

সেই দোকানে পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ছুটে যায়। কিন্তু সাংবাদিকরা যাবার পর পুলিশের সামনে বাড়ির মালিক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সাংবাদিকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। একটা সময় সাংবাদিকদের চাপে পড়ে বাড়ির মালিক বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য পালিয়ে যায়। এখন পুলিশের তদন্তে বোঝা যাবে যে এই সেলুনেটি বৈধ না অবৈধ এবং সেলুনে ভিন্ন জেলার যে চার মহিলা উপস্থিত ছিল তারা কে? কি কারনে সেলুনের মধ্যে দুদিকে দুটি কেবিন রয়েছে এবং কেবিনের মধ্যে বিছানা রয়েছে তারও রহস্য উন্মোচন হবে পুলিশের তদন্তে। পাশাপাশি পুলিশের অভিযানের সময় সেলুনের ম্যানেজার কি কারনে পালিয়ে গেল এবং বাড়ির মালিক সাংবাদিকদের ছবি তুলতে কেন বাধা দিলেন সেই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।

'ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান'এর বিশেষ অনুষ্ঠান কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজে অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুন: খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামি আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত কাকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের হাজরাপাড়া এস.বি. স্কুল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ মেগা লঞ্চ ইভেন্ট বেনিফিট স্যাচুরেশন ক্যাম্প। এই বিশেষ ক্যাম্পটি আয়োজিত হয় 'ধরতি আবা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান' (ঙ্গঙওডড্ঙ)-এর অধীনে, যা রাজ্য সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মসূচি।

এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলা শাসক শ্রী রজত পন্থ, তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার,জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকগণ, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

অনেক দিন ধরেই কাকড়াছড়া ও আশেপাশের জনজাতি পরিবারগুলি, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্ম, সরকারি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন শুধুমাত্র উপযুক্ত পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে। এই শিবিরের মাধ্যমে সেই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়া হলো।শিবিরে অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীরা পেয়েছেন রেশন কার্ড, আধার কার্ড

কৃষাণ সম্মান নিধি স্কিমে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ,

এই উদ্যোগকে ঘিরে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে উৎসাহ ও কৃতজ্ঞতার আবহ দেখা যায়।

একদিকে যেমন প্রশাসনের উপস্থিতি গ্রামবাসীদের মনোবল বাড়িয়েছে, অন্যদিকে সরকারি সেবার সহজলভ্যতা তাদের জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা তাঁর ভাষণে বলেন,

'এই এলাকাটি ত্রিপুরার পিছিয়ে পড়া জনজাতি এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম।

এখানকার মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন শুধুমাত্র কাগজপত্রের অভাবে। আজকের এই মেগা প্রশাসনিক শিবিরের মাধ্যমে অনেকেই তাদের প্রয়োজনীয় সরকারি নথি সংগ্রহ করতে পেরেছেন, যা ভবিষ্যতে সরকারি বিভিন্ন স্কিম ও প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।'

এই ক্যাম্প শুধু প্রশাসনিক উদ্যোগ নয়, বরং এটি এক মানবিক দায়িত্ববোধের প্রতিচ্ছবি যেখানে পিছিয়ে পড়া সমাজের প্রতি সরকারের আন্তরিকতা ও সহানুভূতির প্রকাশ ঘটে।

এই ধরনের প্রশাসনিক শিবির শুধু নথিপত্র দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি গ্রামীণ ও জনজাতি জনগোষ্ঠীকে সরকারি সেবার মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার এক শক্তিশালী পদক্ষেপ। খোয়াই জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক মানবিক ও গঠনমূলক পদক্ষেপ, যা ভবিষ্যতে তেলিয়ামুড়া ও আশেপাশের অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সিপাহীজলা জেলার কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৩ জুন: সোনামুড়া টাউনহলে গতকাল এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সিপাহীজলা জেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি শিক্ষার্থীদের জেলাভিত্তিক সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সিপাহীজলা জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বিধায়ক কিশোর বর্মণ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, সোনামুড়া নগরপঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারদা চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম দাস ও শুভ্রজিৎ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথিগণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

এছাড়া লেখাপড়ার পাশাপাশি সমাজের স্বার্থে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসার উপরও গুরুত্বারোপ করেন অতিথিগণ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক। সম্বর্ধনা কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে এদিন অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার প্রতিটি উচ্চবিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩ জন করে মোট ৮২০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে শংসাপত্র সহ উত্তরীয় দিয়ে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়।

গোমতী জেলা হাসপাতালে শিশুদের জন্মগত হৃদরোগ নির্ণয় শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ই জুন: গোমতী জেলা হাসপাতাল বৃহস্পতিবার শিশুদের জন্য একটি জন্মগত হৃদরোগ নির্ণয় শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার আর্লি ইন্টারভেনশন সেন্টার দ্বারা পরিচালিত এই শিবিরের উদ্দেশ্য হল জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের বাছাই করা এবং তাদেরকে বিনামুল্যে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এই জন্মগত ত্রুটি সারাই করা।

বৃহস্পতিবারের এই স্ক্রিনিং প্রোগ্রামটি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আর বি এস কে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেনস হসপিটাল -এর সহযোগিতায় বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য আয়োজিত হয়েছিল।

জেলার ডিইআইসি এর সূত্র জানিয়েছে যে, প্রথমে আর বি এস কে — র মেডিকেল টিম বিভিন্ন স্কুল এবং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিচালিত শিবিরে জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের চিহ্নিত করেন।

এরকম ৬৪ জন শিশুকে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয়ের জন্য বৃহস্পতিবার আনা হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ রামকিশোর এস জানান, তারা ৪৫ জন শিশুকে পজিটিভ রোগী হিসাবে শনাক্ত করেছেন।

ডিআইইসি (ঙ্গজ্জক্কঞ্চ) সূত্র জানিয়েছে যে, শিশুদের শারীরিক পরীক্ষা করে এখন ২১ জন শিশুকে অস্ত্রোপচারের জন্য চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে।

প্রতিটি শিশুর বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের জন্য চিকিৎসা খরচ, বাসস্থান এবং যাতায়াতের খরচ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার থেকে বহন করা হবে। উল্লেখ্য যে, চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো চিলড্রেন্স হাসপাতালের ডাঃ রামকিশোর এস, ডাঃ অরুণ ভি এবং ডাঃ রাজকুমার--- এই তিনজন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করেছেন। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, ডাঃ কমল রিয়াং আর বি এস কে এবং ডিইআইসি টিমের কাজের প্রশংসা করে বলেন মুলত তাদের প্রচেষ্টার কারণে এবং স্কুল এবং অঙ্গন ও ওয়াড়ী কর্মীদের সহযোগিতার কারনে হাজার হাজার হাজার শিশু নতুন জীবন ফিরে পাচ্ছে।এই ধরণের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এয়ার ইন্ডিয়া বিমান দুর্ঘটনা শোক বিরোধী দলনেতার

আগরতলা, ১৩ জুন : আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার শোকপ্রকাশ করলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি কেন্দ্র সরকারের নিকট বিমান দুর্ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল সকালে লন্ডনের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করার কিছুক্ষণ পরেই লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বিমান বন্দর লাগোয়া জে বি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে ওই বিমান ভেঙে পড়ে। তাতে বিমান কর্মী সহ ২৪১ জনেী মৃত্যু হয়েছে।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলেনাত বলেন, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান দুর্ঘটনার খবর অত্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তর ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে 'ধরতি আভা' অভিযান সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৩ জুন: উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরের জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে আজ সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় এক সাংবাদিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক শ্রীমতী চাঁদনী চন্দন, জেলা কল্যাণ আধিকারিক এসআইও সঞ্জীব দাস। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা শাসক জানান, কেন্দ্র সরকারের উদ্যোগে আগামী ১৫ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত রাজ্যের সকল জেলার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ 'সেচুরেশন ক্যাম্প' অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর ত্রিপুরা জেলার আওতাধীন 'ধরতি আভা' জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলিতে এই ক্যাম্প পরিচালিত হবে।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বিশেষ উদ্যোগের শুভ উদ্বোধন করেন। এই অভিযানে কেন্দ্র সরকারের ১৭টি মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে। এর অধীনে ২৫টিরও বেশি মূল পরিষেবা বা হস্তক্ষেপ জনজাতি গ্রামগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে জনজাতি এলাকাগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে ৩৭টি রাজস্ব মউজা ও ৫৮টি ভিলেজ কাউন্সিলে এই 'ধরতি আভা' অভিযান কার্যকর হয়েছে। কদমতলা ও কালাছড়া ব্লক ছাড়া বাকি চারটি ব্লকে এই সেচুরেশন ক্যাম্প পরিচালিত হবে। যেসব গ্রামে ৫০০ বা ততোধিক জনসংখ্যা রয়েছে কিংবা মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত, সেই গ্রামগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই অভিযানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেচুরেশন ক্যাম্পগুলিতে প্রদান করা হবে বিভিন্ন সরকারি সুবিধা ও সার্টিফিকেট, যেমন

আয় সার্টিফিকেট, পিআরটিসি (স্থায়ী বাসিন্দা),আধার, জনধন একাউন্ট খোলা

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক খাতা,বৃদ্ধ ভাতা,বিধবা ভাতা, দিবারঙ্গজন ভাতা (প্রতিবন্ধী ভাতা) এছাড়াও, এমজিএম রেগা এবং মুদ্রা ঋণসহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও স্কিমের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা হবে এবং প্রয়োজনে সরাসরি সহায়তা প্রদান করা হবে।

এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন আগামী ১৫ জুন কাঞ্চনপুর মহকুমার নতুন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ জুন থেকে শুরু হবে দামছড়া আরডি ব্লকের অন্তর্গত জুরি আরএফ, রাহুমছড়া ও উত্তর লালজুরী ভিলেজ কাউন্সিলিং মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম।

দক্ষিণ কলমচৌড়া ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে নতুন পাকা বাড়ির শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ জুন: বক্সনগর আর ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ কলমচৌড়া গ্রামে ত্রিপুরেশ্বরী ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় টি স্থাপিত হয়েছিল ২০১৯ইং ২৩ শে জানুয়ারি। ৬৪ জন ছাত্রছাত্রী দিয়ে বিদ্যালয়ের পঠন পঠন শুরু। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা দুইশত রয়েছে। অংকুর মুকুল কিশলয় থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতি দ্বারা পরিচালিত, ত্রিপুরা রাজ্যের ১৬টি স্কুল রয়েছে, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে রায় ৩ হাজারের উপরে স্কুল আছে। অতি সুনামের সহিত কচিকাচা শিশুদের পাঠদানের মাধ্যমে পড়াশোনার গুণগতমান বজায় রেখে সুশিক্ষায় শিক্ষিত, করা হয়। তার পাশাপাশি নাচ গান চিত্র আঁকা বিজ্ঞানভিত্তিক কারিকুলাম এর মাধ্যমে পাঠদান করে। ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির স্কুলে ক্লাসরুমের অভাব ছিল সে অভাব পূরণ করেছে, অনারেবল এক্স সেন্ট্রাল মিনিস্টার শ্রীমতি প্রতিমা ভৌমিক উনার হাত ধরে আজকে ১২ ঘটিকায় তিনটি ক্লাসরুমের পাকা বাড়ি শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এমপি ল্যান্ড সেকশন থেকে ১৪ লক্ষ ২২০০ টাকা বাজেটের মাধ্যমে।

নিঃসন্দেহে বলা যায় আবারো উন্নয়নের পালক যুক্ত হল ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণ। ফিতা কেটে এবং নারকেল ফাটিয়ে রুমে প্রবেশ করেন প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া। প্রদীপ জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রতিমা ভৌমিক এবং মিলন রানী জমাতিয়া সভাপতি বিদ্যামন্দির শিক্ষা সমিতি ত্রিপুরা প্রান্ত। উনার সঙ্গে ছিলেন বক্সনগরএডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপ্ন নমো দাস, সুভাষ গন চৌধুরী সেক্রেটারি বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতি। গ্রাম প্রধান বাপন সরকার বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি সজল, সরকার বিশিষ্ট সমাজসেবক সঞ্জয় সরকার, বিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য উজ্জল দাস,অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিদ্যালয়ে কচিকাঁচা ছাত্র-ছাত্রীদের নাটক শিক্ষামূলক, নাচ গান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান: গোমতী জেলায় ২৪টি শিবির করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৩ জুন: গোমতী জেলায় ধরতি আবা জনভাগিদারী অভিযান শুরু হবে আগামী ১৫ জুন। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। আজ গোমতী জেলাশাসক কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান জেলাশাসক তড়িৎকান্তি চাকমা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ১৫ জুন রাজর্ষির ২নং হলে গোমতী জেলাভিত্তিক এই কর্মসূচির সূচনা হবে। জেলার ৭টি ব্লকের ৭২টি এডিসি ভিলেজের সুবিধাভোগীদের কাছে বিভিন্ন সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য মোট ২৪টি শিবির করা হবে।

এই শিবিরগুলিতে আধারকার্ড, রেশন কার্ড, কাস্ট সার্টিফিকেট, পিআরটিসি, আয়ুষ্মান কার্ড, কেসিসি, জনধন অ্যাকাউন্ট, সামাজিক ভাতার সুবিধা, পিএম বিশ্বকর্মা, মুদ্রা লোন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচির সুবিধা দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, ২০২৮-২৯ অর্থবছর পর্যন্ত ধরতী আবা জনভাগিধারী অভিযান জনজাতি এলাকার সার্বিক বিকাশে চালু থাকবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas